অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

Submitted To:

Ustaz Abdul Wahid

Islmic Online Madrasa

Subject:Research and Masayel [RAM]-302

Submitted By:

Ayesha siddika

Batch :201

Roll:20102062

6th semester

Bachelor in Dawah and Islamic Studies

অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ،

"আর তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত?"
(সূরা হা-মীম সাজদা : ৩৩)

And who is better in speech than one who invites to Allah and does rightousness and says,"I am of the Muslims."

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভুমিকা	5–6
১। দাওয়াহ ইলাল্লাহ এর পরিচয়	6–8
২।দাওয়াতের উদ্দেশ্য	8-9
৩।নবী রাসূলগণের মূল দায়িত্ব	9-11
৪।দাওয়াত,উম্মতে মুহাম্মাদির অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য	11-14
৫।দাওয়াতের শরঈ বিধান ,ফরযে আইন নাকি ফরযে কিফায়া	14
৬।আমরা দাওয়াত কিভাবে দিব/ দাওয়াত দানের কৌশল	14-16
৭।দাওয়াত দানকারীর যা লক্ষণীয়ঃ	16-17
৮।দ্বায়ীর গুনাবলী	17-26
৯।মেয়েদের দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহন	26-29
১০।কেন আমি একজন দ্বায়ী হব?	29
১১।দ্বায়ীর পুরষ্ক্রার ১২।দাওয়াত না দেয়ার শাস্তি	29-32 32-36
১৩।দাওয়াতের পথে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা :	36-37
১৪।দাওয়াতীকাজে যে যে বিপদ/সমস্যা হতে পারে	37-39
১৫।দাওয়াতের মাসনুন পদ্ধতি ও উপকরণ	39-41

১৬।দাওয়াতের আধুনিক পদ্ধতি	41-44
১৭।দ্বায়ী হবেন নাকি মাদ্বউঃ সাত সাগর তের নদী উপার থেকে এসে ইমান কিনছেন যারাঃ	44-45
১৮।ইসলামের দাওয়ার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতঃ	45-47
১৯।কেন বাংলাদেশে দাওয়াত ইলাল্লাহ প্রয়োজন;	47-48
২০।আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহের দিকে ডাকছেন যেসব পূণ্যাত্নারা;কয়েকজন বিখ্যাত দ্বায়ী ঈলাল্লাহের পরিচিতিঃ	48-51
তথ্যসুত্র	51-52
*	53

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব্ব। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তার কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তার ওপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করুন।

মালিকুল মুলক পরম করুণাময় সৃষ্টীকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু তা'লা রুহের জগতে সমস্ত মানব্ রুহের স্বীকারুক্তি নিয়েছিলেন তাকে রব হিসেবে মেনে নেয়ার,কুরআনের ভাষায় ,
[আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজদের উপর সাক্ষী করলেন যে, 'তারা আমি কি তোমাদের রব নই'? বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।' যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম] '[7:172]

আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে চরম সন্তুষ্ট মানুষের শুরু হয় দুনিয়াতে পথচলা আর এদিকে মানবের প্রকাশ্য শত্রু শাইতানের শুরু হয়ে যায় মানুষকে জাহান্নামে নেয়ার সমস্ত প্রস্তুতি,শাইতান তার বাহিনী নিয়ে সব পদ্ধতিতে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে মানুষকে,কেউ কেউ শয়তানের ফাদে পরে হয়ে যায় বিভ্রান্ত,ভুলে যায় দয়াময় রব কে এক ইলাহের স্থলে বহু ইলাহের ইবাদাত শুরু করে

কেউ পূর্বপুরুষদের সমাধি, প্রতিমা, ভাস্কর্য আর কেউ আকাশের চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রকে খোদা সাব্যস্ত করেছে। কেউ তো নিজেই খোদা দাবি করেছে। কেউ বলেছে খোদা তিনজন। আর কারো হিসাব মতে খোদার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তেত্রিশ কোটি। কেউ প্রচার করেছে, খোদা বা পরকাল বলে কিছু নেই। এ দুনিয়াই সব। আসল হচ্ছে বুদ্ধির মুক্তি, আত্মার বিকাশ আর মানবকল্যাণ। কেউ মানুষের সীমাবদ্ধ বিবেককে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদালত বলে খোদার আসনে বসিয়ে দিয়েছে। আর কেউ বিবেকের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে নিজেদের মনগড়া কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরেছে। কেউ ঘোষণা করেছে, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। আর কেউ বলেছে, সরকারই সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ.

(শুরুতে) সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের অনুসারী ছিল। তারপর যখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল, তখন আল্লাহ নবী পাঠালেন। যারা (সত্যপন্থীদের সুসংবাদ শোনাত এবং মিথ্যাশ্রয়ীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করত। আর তাঁদের সঙ্গে সত্যসম্বলিত কিতাব নাযিল করলেন। যাতে তাঁরা মানুষের মধ্যকার মতভেদপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসা করে দেয়। - সূরা বাকারা (২) : ২১৩.

মহান আল্লাহ তালা তার পথ ভুলা বান্দাদের সঠিক পথের দিশা দেখাতে প্রেরণ করেন তার মনোনিত নবী,রাসূলগন কে সমস্ত নবি রাসুলগনের মিশন ছিল এক,খালিকের সাথে মাখলুকের সম্পর্ক তৈরী করে দেয়া মানুষকে শির্ক থেকে তাওহীদের দিকে আহবান করা,আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব নিয়ে তারা পৃথিবিতে আসেন,যুগে যুগে চলতে থাকা এই রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটে খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে।

তারপর খাতমে নাবুয়্যাতের ভারী এবং গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব এসে পড়ে উম্মাতি মুহাম্মদ [সা] এর উপর ।যুগে যুগে মহান পূর্বসূরীগণ এই দায়িত্বের আঞ্জাম দিয়েছেন।কালের পরিক্রমায় এই মহান দায়িত্বের জিম্মাদারী এসেছে ২১শতকে বাস করা আমার আপনার আমাদের উপর।

আমরা কী এই দায়িত্ব পালন করছি??

আমার সামনে একজন মুসলিম চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যাচ্ছে অথচ আমরা একটুও ফিকির করছি না । কেয়ামত দিবসে আমরা আল্লাহর কাছে কী হিসাব দিব? তারা কি আল্লাহর বান্দা নয়? তারা কি নবীর উম্মত নয়? তারা কি আমাদের ভাই নয়? এ ব্যাপারে কি আমার কোনো দায়িত্ব নেই?

ঈমান যা মুমিনের এক মহা মূল্যবান সম্পদ যা রক্ষা করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষ কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন; তাঁদের গলায় রশি বেঁধে অলিগলিতে টানা হত, মরুভূমির উত্তপ্ত পাথুরে জমিনে শায়িত করে বুকে পাথর চাপা দেয়া হত- সেই মহাসম্পদ চিটপাইকেরছড়া গ্রামে,কুড়িগ্রাম,নীলফামারিতে ৫০০/১০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বিক্রেতার সংখ্যাও একেবারেই কম নয়। তাই প্রতিটি মুসলিম কেই দ্বায়ীর ভুমিকা পালন করা উচিত

১। দাওয়াহ ইলাল্লাহ এর পরিচয়

১.১দাওয়াতের সংজ্ঞা

আরবীতে 'দাওয়াত' (اَلدَّعْوَةُ) শব্দটি মাছদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ আহবান, ডাকা, নিমন্ত্রণ ইত্যাদি। The Hanswehr Dictionary of Modern Written Arabic- এ দাওয়াহ শব্দটির অর্থে বলা হয়েছে : Missionary activity, Missionary work, Propaganda. অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে আহবান করা, অনুপ্রাণিত করা বা ডাকাকে বলা হয় দাওয়াত।

আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيبُوْنَ بِحَمْدِهِ‘সেদিন তিনি তোমাদেরকে আহবান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে’ (বনী ইসরাঈল ১৭/৫২)।

তিনি আরো বলেন,

أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ‘ ‘যখন আমাকে ডাকা হয়, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই’ (বাক্বারাহ ২/১৮৬)

১.২।দাওয়াতের পারিভাষিক অর্থ :

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন

الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا-
‘আল্লাহর দিকে দাওয়াত হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁরা যেসব বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন সেসব

সত্য বলে স্বীকার এবং যেসব তাঁরা আদেশ দিয়েছেন সেসব বিষয়ে তাদের আনুগত্য করার দিকে আহবান জানানো।[1]

শায়খ খিজির হুসাইন বলেন

حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل

‘মানুষকে কল্যাণ, হেদায়াত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের প্রতি উৎসাহিত করা’।[2]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন বলেন,

هي دعوة إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، وحفظ الحقوق، وإقامة العدل بين الناس بإعطاء كل ذيحق حقه وتنزيله من المنازل ما يستحقه، فترتفع العقائد الكاملة والأحكام الشرعية، وتزهق العقائد الباطلة والقوانين الجاهلية والأحكامالوضعية- এটা হচ্ছে উত্তম চরিত্র, সৎ আমল, হক সংরক্ষণ এবং প্রাপকের যথাযথ হক ও যথোপযুক্ত মর্যাদা দানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ইনছাফ বা ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার দিকে আহবান জানানো। যাতে পূর্ণাঙ্গ আক্বীদা ও শরী‘আতের বিধি-বিধান উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাতিল আক্বীদা, জাহেলী নিয়ম-কানূন ও নিকৃষ্ট বিধান সমূহ দূরীভূত হয়’

মুহাম্মাদ নামির আল-খাতীব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘কল্যাণকর কাজের প্রতি উৎসাহ দেয়া, মন্দ কাজ পরিত্যাগ করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা, ভালর কাছাকাছি হওয়া এবং খারাপ থেকে দূরে থাকা, হক্কের অনুসরণ করা এবং ভ্রান্ত পথ বর্জন করার প্রচেষ্টার নাম দাওয়াত।

‘আল্লাহর দেয়া দ্বীন ইসলাম মানুষের নিকট প্রচার করা, তাদের শিক্ষা দেয়া এবং তাদের জীবনে তা বাস্তবায়নের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়ার নামই দাওয়াত।

১.৩।দ্বায়ী ইলাল্লাহ কারা

মুমিনের জীবনের একটি বড় দায়িত্ব হলো -আল আমরু বিল মারুফ অয়ান নাহ্ইউ আনিল মুনকার- অর্থাৎ ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা। আদেশ ও নিষেধকে একত্রে আদ-দা‘ওয়াতু ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে আহ্বান বলা হয়। এ ইবাদত পালনকারীকে দা‘ঈ ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও সংক্ষেপে দা‘ঈ অর্থাৎ দা‘ওয়াতকারী বা দা‘ওয়াত-কর্মী বলা হয়।দায়ী ইলাল্লাহর কথা পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারীর কথা কাজ এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কারণ দায়ীরা ইসলাম সম্পর্কে অশিক্ষিত ও মূর্খদেরকে দ্বীনের পথে আনার চেষ্টা করে। আর যে মূর্খদেরকে শিক্ষাদান করে, গাফিলদেরকে নসিহত করে, মানুষকে সঠিক ইবাদতের দিকে ডাকে তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কারো হতে পারে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَالْمُسْلِمِيْنَ

“তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত?” (সূরা হা-মীম সাজদা : ৩৩)

২।দাওয়াতের উদ্দেশ্য

দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা। মুমিন জীবনের প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা (সূরা আল-ফাৎহ : ২৯)। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

‘(হে নবী!) আপনি বলুন! আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত’ (সূরা আল-আন‘আম : ১৬২)। তারপরও দাওয়াতের বিষয়টি একটু ভিন্ন। কারণ দাওয়াতের ব্যাপারে মহান আল্লাহ শুধু আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন (সূরা আন-নাহল : ১২৫)। লক্ষ্য হবে আমার ও তার হেদায়াত, অফুরন্ত নেকী এবং বিনিময়ে সুমহান জান্নাত। মনে রাখার দরকার যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে খায়বার জয়ের পূর্বে পতাকা হাতে দিয়ে বলেছিলেন, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ‘আল্লাহর কসম, তোমার মাধ্যমে (দাওয়াতে) যদি একটি ব্যক্তিও হেদায়াত পায়, তাহলে সেটাই তোমার জন্য আরবের লাল উট অপেক্ষা উত্তম হবে’।[[৫]. ছহীহ বুখারী, হা/২৯৪২।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَ مَا لِاَحَدٍ عِنۡدَهٗ مِنۡ نِّعۡمَۃٍ تُجۡزٰۤی - اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡہِ رَبِّہِ الۡاَعۡلٰی

‘তাঁর কাছে কারও কোন প্রতিদান যোগ্য নে‘মত প্রাপ্য নয় একমাত্র স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত’ (সূরা আল-লাইল : ১৯-২০)। দাওয়াতের মাধ্যমে নিজের সুনাম সুখ্যাতি অর্জন, ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ অর্জন কিংবা ধন-সম্পদ লাভ ইত্যাদি কোনভাবেই কামনা করা যাবে না। যদি এমন হয় তাহলে সেটা আর দাওয়াত থাকে না।

৩।নবী রাসূলগণের মূল দায়িত্ব

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, প্রচার, নসীহত, ওয়াজ বা এককথায় আল্লাহর দীন পালনের পথে আহ্বান করাই ছিল সকল নবী ও রাসূলের (আলাইহিমুস সালাম) দায়িত্ব। সকল নবীই তাঁর উম্মতকে তাওহীদ ও ইবাদতের আদেশ করেছেন এবং শির্ক, কুফর ও পাপকাজ থেকে নিষেধ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

(ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ)] الاعراف :١٥٧[

“যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মি নবীর, যাঁর উল্লেখ তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াতঃ ১৫৭[

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মকে আদেশ ও নিষেধ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যত্র এ কর্মকে দা'ওয়াত বা আহ্বান নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন

আল্লাহ তা'আলা বলেন

(وَمَا لَكُمۡ لَا تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدۡعُوكُمۡ لِتُؤۡمِنُواْ بِرَبِّكُمۡ) [الحديد: ٨]

"তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যে, তোমরা তোমাদের রবের ওপর ঈমান আন।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৮[

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দায়িত্বকে দা'ওয়াত বা আহ্বান বলে অভিহিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ)] النحل : ١٢٥[

"আপনি আপনার রবে দিকে আহ্বান করুন হিকমত বা প্রজ্ঞা দ্বারা এবং সুন্দর ওয়াজ-উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক করুন।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫]

অন্যত্র এই দায়িত্বকেই তাবলীগ বা প্রচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥ)] المائدة : ٦٧[

"হে রাসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬৭]

কুরআনুল কারীমে বারবার বলা হয়েছে যে, প্রচার বা পৌঁছানোই রাসূলগণের একমাত্র দায়িত্ব। নিচের আয়াতে বলা হয়েছে:

(فَهَلۡ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ) [النحل: ٣٥]

"রাসূলগণের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৫]

নূহ আলাইহিস সালামের জবানিতে বলা হয়েছে:

(أُبَلِّغُكُمۡ رِسَٰلَٰتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمۡ) [الاعراف: ٦٢]

"আমি আমার রবের রিসালাতের দায়িত্ব তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের নসীহত করছি।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৬২]

সূরা আল-আ'রাফের ৬৮, ৭৯, ৯৩ নম্বর আয়াত, সূরা হুদ-এর ৩৪ নম্বর আয়াত ও অন্যান্য স্থানে দা'ওয়াতকে নসীহত বলে অভিহিত করা হয়েছে

সূরা আশ-শুরার ১৩ আয়াতে বলেছেন:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِ)] الشورا : ١٣]

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে- এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরিকদের যার প্রতি আহ্বান করছেন তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়।"] [সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১৩

তাবারি, ইবন কাসির ও অন্যান্য মুফাসসির, সাহাবী-তাবেঈ মুফাসসিরগণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো দীন পালন করা। আর দীন পরিপূর্ণ পালনের মধ্যেই রয়েছে আদেশ, নিষেধ ও দা'ওয়াত। এ অর্থে কোনো কোনো গবেষক দীন পালন বা নিজের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যদের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার দা'ওয়াতকেও ইকামতে দীন বলে গণ্য করেছেন।R4

৪।দাওয়াত,উম্মতে মুহাম্মাদির অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য

উম্মাতী মুহাম্মদ[সা] হওয়ায় অনান্য নবীর উম্মাতের উপর আমাদের কিছু শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এই শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সাথে অনেক দায়িত্ব ও রয়েছে যা আমাদের পালন করতে হবে

দা'ওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা বা নসীহতের এই দায়িত্বই উম্মতে মুহাম্মাদির অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤) [ال عمران: ١٠٤]

“আর যেন তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

(كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١١٠) [ال عمران :١١٠]

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়কার্যে আদেশ এবং অন্যায় কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০]

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

(يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١١٤) [ال عمران :١١٤]

“তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয় এবং তারা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১৪)

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

(وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١) [التوبة :٧١]

“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১[

সূরা তাওবার ১১২ আয়াতে, সূরা হজের ৪১ আয়াতে, সূরা লুকমানের ১৭ আয়াতে ও অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রকৃত মুমিন বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান, সালাত, সাওম ইত্যাদি ইবাদতের মতো সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মুমিনের অন্যতম কর্ম। শুধু তাই নয়, মুমিনদের পারস্পারিক বন্ধুত্বের দাবি হলো যে, তারা একে অপরের আন্যায় সমর্থন করেন না, বরং একে অপরকে ন্যায়কর্মে নির্দেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন। এখানে আরো লক্ষণীয়, এ সকল আয়াতে ঈমান, সালাত, যাকাত ইত্যাদির আগে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে আমরা মুমিনের জীবনে এর সবিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

এই দায়িত্বপালনকারী মুমিনকেই সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে। মহান আল্লাহ বলেন

(وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣) [فصلت: ٣٣]

“ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিমদের একজন।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াতঃ ৩৩]

আমরা দেখেছি যে, আদেশ, নিষেধ বা দা‘ওয়াত-এর আরেক নাম নসীহত। নসীহত বর্তমানে সাধারণভাবে উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত হলেও মূল আরবিতে নসীহত অর্থ আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনা। কারো প্রতি আন্তিরকতা ও কল্যাণ কামনার বহিঃপ্রকাশ হলো তাকে ভালো কাজের পরামর্শ দেওয়া ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা। এ কাজটি মুমিনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অন্যতম দায়িত্ব, বরং এই কাজটির নামই দীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ قَالَ للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».«

“দীন হলো নসীহত। সাহাবীগণ বললেন, কার জন্য? বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য, মুসলিমগণের নেতৃবর্গের জন্য এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য।[1]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নসীহতের জন্য সাহাবীগণের বাই‘আত তথা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন হাদীসে জারির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুগিরা ইবন শু‘বা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবী বলেন,

»«بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلَّمَ عَلى إِقَامَةِ الصَّلاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسْلِمٍ»

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাই'আত বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছি, সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান ও প্রত্যেক মুসলিমের নসীহত (কল্যাণ কামনা) করার ওপর।[2]

এ অর্থে তিনি সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের বাই'আত গ্রহণ করতেন। উবাদাহ ইবন সামিত ও অন্যান্য সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন,

»إنَّا بَايَعْنَاهُ عَلى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ.. وَعَلى الأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهيِ عَنِ المُنْكَرِ وَ عَلى أَنْ نَقُولَ في اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى وَلا نَخَافُ لَومَةَ لائِمٍ فيهِ«

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাই'আত করি আনুগত্যের... এবং সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের এবং এ কথার ওপর যে, আমরা মহিমাময় আল্লাহর জন্য কথা বলব এবং সে বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দা বা গালি-গালাজের তোয়াক্কা করব না।"[3]

৫।দাওয়াতের শরঈ বিধান ,ফরযে আইন নাকি ফরযে কিফায়া ?

ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠা বা দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধের এ ইবাদতটি সাধারণভাবে ফরযে কিফায়া

ফরজে কেফায়া হল এমন হুকুম বা কাজ ,যা সকল মুসলমানের উপর ফরজ।তবে সকলের পক্ষ থেকে যদি কিছু মানুষ ওই কাজ আদায় করে দেয় তবে সকলের পক্ষথেকে আদায় হয়ে যাবে।তেমনিভাবে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো ফরজে কেফায়া প্রত্যেক অমুসলিমের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যে এমন কিছু মুসলিম থাকতে হবে যদি সকলের কাছে দাওয়াত না পৌঁছে ,তাহোলে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে।

এখণ আপনার এলাকায় এমন চার জন ব্যক্তি কি আছে যারা সদা সর্বদা অমুসলিমদের দাওয়াত দেয় ,য [R5]

৬।আমরা দাওয়াত কিভাবে দিব/ দাওয়াত দানের কৌশল

১.বিনয়ের মাধ্যমে দাওয়াত

(৪৩) اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

(88) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

অর্থাৎ : আপনারা দুইজন ফিরআউনের কাছে যান। নিশ্চয় সে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছে। তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবেন। হয়তো সে উপদেশ কবুল করবে অথবা ভয় পাবে। সূরা ত্বাহা: আয়াত-৪৩-৪৪

২.বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে দাওয়াত

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থাৎ : আপনি পালনকর্তার পথের দিকে আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও শুনিয়ে উত্তম রুপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালন কর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তার পথ থেকে বিচ্যুতি হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে যারা সঠিক পথে আছে। সূরা নাহল আয়াত ১২৫

৩.মন্দের মোকাবেলায় ভাল দিয়ে দাওয়াত

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থাৎ ভাল ও মন্দ সমান নয়। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। সূরা হামিম সিজদাহ আয়াত- ৩৪

৪।মুশতারাক তথা যৌথ বিষয়ের মাধ্যমে দাওয়াত শুরু করা

প্রত্যেক ধর্মে কিছু সর্বজনীন ও সাধারণ আকিদা বা বিষয় থাকে। সুতরাং তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য সেই বিষয়কে সামনে রেখেই দাওয়াত শুরু করা যেতে পারে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবিবকে সম্ভোধন করে ইরশাদ করেন, 'তুমি বল: হে আহলে কিতাব! আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে সুসাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে এসো, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত না করি এবং তার সাথে কোন অংশী স্থির না করি এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কেহকে রব রূপে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা ফিরে যায় তাহলে বল: সাক্ষী থেকো যে, আমরা মুসলিম (আল্লাহর নিকট আত্মসমপর্নকারী)'। সূরা ইমরান ৩:৬৪

৫.স্থানীয় ভাষায় দাওয়াত দেওয়া:

আম্বিয়া কেরাম আ. এই পদ্ধতিকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে অবলম্বন করতেন। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে: 'আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, পথঃভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' সুরা ইবরাহীম ১৪:৪

৬. স্পষ্ট ভাষী ও কোমল স্বভাবের অধিকারী হওয়া:

প্রত্যেক নবী (আলাইহিমুস সালাম) স্পষ্ট এবং শুদ্ধ ভাষী ছিলেন। তাদের কথার মধ্যেও অনেক মাধুর্জতা এবং কোমলতা ছিল। তা সত্যেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে কোমল এবং নরম ভাষা ব্যবহার করতে হুকুম করেছেন। সুতরাং আমাদেরকেও তা অবলম্বন করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.) এর ফিরআউনকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে ইরশাদ করেন, 'অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।' সুরা ত্বা-হা ২০:৪৪

'তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকটে যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালংঘন করেছে। অতঃপর তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বল। সম্ভবতঃ সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীতি অবলম্বন করবে' (ত্ব-হা ৩৯/৪৩-৪৪)।

রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমল হৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতে তাহলে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। (আলে ইমরান ৩/১৫৯)।

৭. একাধিক মাদউ থাকলে সবার দিকে সমান ভাবে দৃষ্টি দেয়া:

একাধিক শ্রেণি বা একই শ্রেণির কয়েকজন মাদউ থাকলে সবাইকে এক সঙ্গে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু একজনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ঠিক না বরং সবার প্রতি সমান ভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ।

'তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।' সুরা আ'বাসা ৮০:১-৬

৮. দায়ীর মধ্যে মাজহাবের ক্ষেত্রে খোলা মনের হওয়া:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 'তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও'। সুরা হাজ্জ ২২:৭৮

সুতরাং মুসলমান হিসেবে সবাইকে সম্মান করতে হবে। বিশেষ করে প্রত্যেকের দ্বীনি খেদমাতকে মুল্যায়ন করতে হবে।

৯. মাদউর সঙ্গে মুনাযারা না করা:

দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে যদি কোন মাদউ তর্কে অথবা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতে চায় তাহলে তাকে এই সুযোগ না দেওয়া। বরং উত্তম পন্থায় তাকে বুঝানোর চেষ্টা করা। তাও সম্ভব না হলে তাকেই জয়ী করে সামনে আবার মুলাকাতের সময় নিয়ে তার থেকে বিদায় নেওয়া।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 'তোমরা কিতাবধারীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পন্থায়; তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ করে। এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ।' সুরা আনকাবুত ২৯:৪৬

[R6]

৭।দাওয়াত দানকারীর যা লক্ষণীয়ঃ

১. মর্যাদাবান ব্যক্তির মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে দাওয়াত দান

" তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও, কেননা সে সীমা লংঘন কারী হয়ে গেছে। তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে; সম্ভবতঃ সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ভয় পেয়ে যাবে।" (ত্বাহা- ৪৩,৪৪)

২. মন-মেজাজ লক্ষ্য করে পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ

৩. প্রতিবাদী পরিবেশে নয়, অনুকূল পরিবেশে দাওয়াত দান

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ

"তুমি যখন দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াত সমুহের দোষ সন্ধান করতেছে তখন তাদের নিকট হতে সরে যাও যতক্ষণ না তারা এ প্রসংগের কথা-বার্তা বন্ধ করে অপর কোন কাজে মগ্ন হয়।" (সুরা আন'আম- ৬৮)

৪. অন্যমনস্ক ব্যক্তির কাছে দাওয়াত না দেয়া

৫. যুক্তি প্রমাণ পেশ করার সময় ব্যক্তির যোগ্যতার দিকে খেয়াল রাখা

৮।দ্বায়ীর গুনাবলী

ইলম বা জ্ঞান

দা‘ওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথম শর্ত হলো, ন্যায়-অন্যায়, তার পর্যায় এবং সেগুলোর প্রতিবাদ-প্রতিকারের ইসলামি পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। আমি যে কাজ করার বা বর্জন করার দা‘ওয়াত দিচ্ছি তা সত্যিই ইসলামের নির্দেশ কিনা তা জানতে হবে। ভালোমন্দ অনেক ক্ষেত্রে সকল মানুষই বিবেক ও জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারেন। খুন, যুলুম, রাহাজানি, চুরি , ডাকাতি, মারামারি, নেশা-মাদকাশক্তি ইত্যাদি অগণিত অন্যায় কাজকে অন্যায় বলে জানতে বেশি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। অনুরূপভাবে মানুষকে সাহায্য করা, সান্ত্বনা দেওয়া, সৃষ্টির কল্যাণে এগিয়ে আসা ইত্যাদি ভালো কাজ বলে সবাই বুঝি। কিন্তু ইসলামি কর্মকাণ্ড বা ধর্মীয় নির্দেশনা বিষয়ক অগণিত বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে নিজেই অন্যায়ে লিপ্ত হবেন। অথবা সৎকাজে আদেশ দান করতে গিয়ে অসৎকাজে আদেশ করবেন। দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট জ্ঞানের অত্যাবশ্যকতা বিষয়ে আল্লাহ বলেন

(قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ)] يوسف :١٠٨[

“বল, এটিই আমার পথ। সুস্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি আমি এবং আমার যারা অনুসারী।সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৮

এ সুস্পষ্ট জ্ঞান হলো, ওহী নির্ভর জ্ঞান বা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

(قُلۡ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلۡوَحۡيِۚ وَلَا يَسۡمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٤٥) [الانبياء: ٤٥]

“বল আমি তো শুধু ওহীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি। সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত: ৪৫

সূরা আহকাফের ৯ নম্বর আয়াত ও অন্যান্য স্থানে একই কথা বলা হয়েছে। এজন্য দা‘ওয়াতের দায়িত্ব পালনকারীকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্পষ্টরূপে জানতে হবে, যে কাজ করতে বা বর্জন করতে তিনি দা‘ওয়াত দিচ্ছেন তার শর‘ঈ বিধান কি এবং তা পালন-বর্জনের দা‘ওয়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো পদ্ধতি কী? কাজটি সৎকর্ম হলে তা ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব ইত্যাদি কোন পর্যায়ের তা স্পষ্ট কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানতে হবে। ওহীর স্পষ্ট নির্দেশনা ব্যতীত সাধারণ ধারণা, আবেগ আন্দাজ ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম বলতে কুরআনুল কারীমে

আল-কুরআনে বলা হয়েছে: নিষেধ,

(وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ١١٦) [النحل: ١١٦]

"তোমাদের জিহ্বা দ্বারা মিথ্যা আরোপ করে (মনগড়াভাবে) বলবে না যে, এটি হালাল ও এটি হারাম। এভাবে আল্লাহর নামে মিথ্যা উদ্ভাবন করা হবে। যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তারা সফল হয় না।"[সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১১৬

দা'ঈ ও মুবাল্লিগকে অবশ্যই সর্বদা বেশি বেশি কুরআন ও হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ও অন্যান্য ইসলামি গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা

আদেশ-নিষেধ, নসীহত, বা আল্লাহর পথে আহ্বান করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, যাকে আদেশ করছি বা আহ্বান করছি তার প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসা ও আন্তরিক মঙ্গল কামনা। এ জন্যই দা'ওয়াতের এ কর্মকে কুরআন ও হাদীসে নসীহত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখছি যে, নসীহতের মূল অর্থ "আন্তরিক ভালোবাসা ও মঙ্গল কামনা"। আল্লাহর পথে আহ্বানকারী বা আদেশ নিষেধকারী কারো ভুল ধরে দেওয়া, নিজের জ্ঞান প্রদর্শন বা নিজের মাতব্বরি প্রতিষ্ঠার জন্য এই কাজ করবেন না; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসার টানেই এ দায়িত্ব পালন করবেন।

তাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিলে যদি সে তা না মানে বা বিরোধিতা করে তবে আহ্বানকারী মুমিনের হৃদয়ে ক্রোধ বা প্রতিহিংসা জাগ্রত হবে না, বরং বেদনা ও দুশ্চিন্তা তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করবে। বেদনায় তার হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে উঠবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অবস্থার কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমের একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন:

(فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا ٦)] الكهف :٦[

"তারা এই বাণীতে ঈমান না আনলে সম্ভবত আপনি তাদের পিছনে ঘুরে দুঃখ-বেদনায় নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন।" [সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ৬]

সূরা আশ-শু'আরা-এর ৩ নং আয়াতেও অনুরূপ বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনে এই ভালোবাসা ও প্রেমের অগণিত উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। যে কাফিরগণ তাঁর দেহকে রক্তরঞ্জিত করছে তাদেরই জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করছেন। তিনি তাঁর কপালের রক্ত মুছছেন আর বলছেন,

«رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ»

“হে আমার রব, আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না /[3]মক্কাবাসীদের অত্যাচারে জর্জরিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে গিয়ে পেলেন নির্মমতম অত্যাচার। সে সময়ে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম পাহাড়ের ফিরিশতাকে নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করে বললেন, আপনার অনুমতি হলে পাহাড় উঠিয়ে এ জনপদকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কঠিনতম কষ্টের সে মুহূর্তেও তিনি বললেন

«بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

“না বরং আমি আশা করি যে, আল্লাহ হয়ত এদের ঔরস থেকে এমন মানুষের জন্ম দেবেন যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কিছু শরিক করবে না।”[4]

সুবহানাল্লাহ! কত বড় ধৈর্য! কত মহান ভালোবাসা!! আমরা যারা সামান্য বিরোধিতায় উত্তেজিত হয়ে গালাগালি করি ও প্রতিশোধের পরিকল্পনায় বিভোর হই তাদের একটু চিন্তা করা দরকার!

ব্যক্তিগত আমল

দা‘ঈ ইলাল্লাহ বা আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ও আদেশ-নিষেধকারী অবশ্যই তাঁর প্রচারিত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, বিশ্বাসী ও পালনকারী হবেন। সারা বিশ্বে যিনি আল্লাহর দীন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা দেখতে চান, তাকে সবার আগে তার ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল দিকে এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট আদর্শ নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠার চেয়ে অন্যকে দা‘ওয়াত দেওয়া আনেক বেশি সহজ ও আকাষণীয় কাজ।

ইয়াহূদীরা সর্বদা ধর্ম ও মানবতার বিষয়ে সবচেয়ে আকষণীয় আদর্শের বুলি আউড়ায় কিন্তু নিজেরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন:

(أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ وَأَنتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٤٤)] البقرة :٤٤[

“তোমরা কি মানুষদেরকে সৎকাজে নির্দেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর! তবে কি তোমরা বুঝ না।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৪[

দীনের দা‘ওয়াত ও প্রতিষ্ঠার কাজে লিপ্ত অনেকেই বুঝে অথবা না বুঝে এ অপরাধে অপরাধী।

প্রথমত: যে কার্যের জন্য আদেশ বা নিষেধ করছি তা আমরা নিজেরাই তা পালন বা বর্জন করছি না। যেমন আমরা প্রতিবেশীর অধিকার পালন অথবা সুদ বর্জনের দা‘ওয়াত দিচ্ছি, কিন্তু নিজেরাই প্রতিবেশীর অধিকার নষ্ট করছি বা সুদে লিপ্ত রয়েছি।

দ্বিতীয়ত: আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাধী না হলেও, অন্যান্য সমপর্যায়ের অপরাধে লিপ্ত রয়েছি। যেমন আমরা সুদ খাচ্ছি না, তবে ঘুষ, যৌতুক, কর্মে ফাঁকি, ভেজাল ইত্যাদি অপরাধে লিপ্ত আছি। মহান আল্লাহ বলেন,

(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ٢ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ٣)] الصف: ٢، ٣[

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক যে, তোমরা যা কর না তা বলবে।" [সূরা আস-সফ, আয়াত: ২-৩[

সূরা আল-বাকারার ২০৪ আয়াত ও সূরা আল-মুনাফিকুন-এর ৪ আয়াতেও আমরা কথা ও কর্মের বৈপরিত্যের কঠিন নিন্দা দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَومَ القِيَامَةِ فَيُلْقَي فِي النّارِ فَتَنْدَلِقُ آقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أي فُلانٌ مَا شأنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تأمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ولا آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ آتِيْهِ»

"কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনায়ন করে জাহান্নামের অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়বে এবং গাধা যেমন যাতা (ঘানি) নিয়ে ঘুরে তেমনি সে ঘুরতে থাকবে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট সমবেত হয়ে বলবে, হে অমুক, তোমার কি হলো? তুমি না আমাদেরকে সৎকাজে আদেশ দিতে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে? সে বলবে আমি তোমাদেরকে সৎকাজে আদেশ দিতাম কিন্তু নিজে করতাম না। আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম।"[5]

আমরা মহান আল্লাহর নিকট এমন করুন পরিণতি থেকে আশ্রয় চাই।

ব্যক্তিগত আমলে ত্রুটিসহ দা'ওয়াতের বিধান

উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝতে পারছি যে, নিজে পালন না করে অন্যকে দা'ওয়াত দেওয়া অন্যায়। তবে দা'ওয়াত বা আদেশ নিষেধ ফরযে আইন পর্যায়ের হলে নিজের আমলে ত্রুটি থাকলেও আদেশ নিষেধ করতে হবে। যেমন, এক ব্যক্তি ধুমপান করেন বা ঠিকমত জামা'আতে সালাত পড়েন না। তিনি তার অধিনস্ত বা পরিবারের সদস্য কাউকে এ পাপে লিপ্ত দেখলে তার জন্য তাকে আদেশ বা নিষেধ করা ফরযে আইন দায়িত্ব হয়ে যাবে। এ অবস্থায় আদেশ নিষেধ না করলে তিনি দ্বিতীয় একটি অন্যায় ও অপরাধের মধ্যে পতিত হবেন।

বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম মৌলিক শর্ত হলো বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা।

আল্লাহ হক কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু গরম কথা বলতে কখনও নির্দেশ দেন নি। হক্ক কথাকে নরম করে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্বের অন্যতম তাগুত আল্লাহদ্রোহী যালিম ফির'আউনের কাছে মূসা ও হারূন আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করে তিনি নরম কথার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

(ٱذۡهَبَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ٤٣ فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ ٤٤)] طه :٤٣، ٤٤[

"তোমরা উভয়ে ফির'আউনের নিকট গমন কর, সে অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে।" [সূরা ত্ব-হা, আয়াতঃ ৪৩-৪৪[

এ যদি হয় কাফিরকে দা'ওয়াত দেওয়ার বা আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের প্রতি নির্দেশ, তাহলে যারা কালেমা পড়েছেন তাদেরকে আদেশ নিষেধ করার ক্ষেত্রে আমাদের আরো কত বিনম্র ও বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া উচিৎ তা একটু চিন্তা করুন।

(وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖ)] الانعام :١٠٨[

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিবে না কারণ ফলে তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াতঃ ১০৮]

এ যদি হয় কাফিরদের দেবদেবীর ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ, তাহলে কালেমা পাঠকারী মুসলিম বলে পরিচিত ব্যক্তিকে আদেশ নিষেধ করতে গিয়ে তাকে তার ভ্রান্ত বা জাগতিক মতের নেতা বা সাথীদেরেক গালি দেওয়া কীভাবে বৈধ হবে? গালাগালি, কঠোরতা, হিংসা, ঘৃণা, গীবত, অহংকার ইত্যাদি দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাতে মূলত নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হবে, কোনো ইবাদত পালন করা হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

সবচেয়ে বড় দা'ঈ ও আদেশ নিষেধকারী ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তার অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল বিনম্রতা। বিনম্রতা ও ধৈর্যের অনুপম আদর্শ দিয়ে তিনি জয় করেছিলেন অগণিত বেদুঈন আরবের কঠিন হৃদয়। অস্ত্র বা শক্তি দিয়ে তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন নি। অনুপম চরিত্র ও ভালোবাসাময় আদেশ নিষেধ বা দা'ওয়াত দিয়ে হৃদয়গুলোকে জয় করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মদিনার রাষ্ট্র। এরপর সে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা করেছেন যুদ্ধের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ হৃদয় জয়ের এ কাহিনী বিধৃত করে বলেছেন,

(فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ)] ال عمران: ١٥٩]

"আল্লাহর দয়ার অন্যতম প্রকাশ যে আপনি তাদের প্রতি বিনম্র-কোমল হৃদয় ছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯[

উত্তম দিয়ে মন্দ প্রতিহত করা

দা'ওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ধৈর্য, ক্ষমা ও উত্তম ব্যবহারের দ্বারা খারাপ আচরণের প্রতিরোধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। আল্লাহ বলেন,

(وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣ وَلَا تَسۡتَوِي ٱلۡحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُۚ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ ٣٤ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٖ ٣٥)] فصلت : ٣٣، ٣٥]

"কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ভালো এবং মন্দ সমান হতে পারে না। (মন্দ) প্রতিহত কর উৎকৃষ্টতর (আচরণ) দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এগুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহা সৌভাগ্যবান।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৩-৩৫[

মহান আল্লাহ বলেছেন:

(ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ ٱلسَّيِّئَةَۚ نَحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٩٦)] المؤمنون: ٩٦]

"মন্দের মুকাবিলা কর যা উৎকৃষ্টতর তা দিয়ে, তারা যা বলে আমরা সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৯৬[

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে গালির পরিবর্তে গালি, নিন্দার প্রতিবাদে নিন্দা, রাগের প্রতিবাদে রাগ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এসব মন্দ আচরণের প্রতিরোধ করতে হবে উৎকৃষ্টতর আচরণ দিয়ে, অথচ আমরা অনেক সময় এই নির্দেশের বিপরীত কর্ম করি। কেউ প্রতিবাদ করলে বা খারাপ আচরণ করলে আমরা তার আচরণের চেয়ে নিকৃষ্টতর আচরণের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করি!!

সুন্দর ব্যবহার ও আচরণ

দা‘ঈ বা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধকারীকে অবশ্যই তাঁর নেতা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত মহোত্তম আচরণের অধিকারী হতে হবে। আরবিতে একে (خلق) বা আখলাক বলা হয়। বাংলায় সাধারণত একে চরিত্র বলা হয়। আর আরবিতে আখলাক শব্দ আরো প্রশস্ত। মানুষের সাথে মানুষের আচরণ ও ব্যবহারের সামগ্রিক অবস্থাকেই আরবিতে খুলুক বলা হয়। এজন্য খুলুক বা আখলাককে বাংলায় আচরণ বা ব্যবহার বলাই উত্তম।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ٤﴾ [القلم: ٤]

“আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্র ও ব্যবহারের ওপর অধিষ্ঠিত।” [সূরা আল-কলম, আয়াত: ৪]

এ মহান আচরণের বিভিন্ন দিক রয়েছে। উল্লিখিত বিনম্রতা, বন্ধুভাবাপন্নতা, উৎকৃষ্ট চরিত্র দিয়ে মন্দ প্রতিহত করা ইত্যাদিও এই খুলুকে আযীম বা মহান আচরণের অংশ। তবে এর আরো বিভিন্ন দিক রয়েছে যা দা‘ঈ ইলাল্লাহকে অর্জন করতে হবে। শুধু দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ ব্যবহার বা আচরণ আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর জীবনকে আলোকিত করবে এবং তার চারিধারে ফুলের সৌরভ ছড়াবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আচরণের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আলোচনা করতে পৃথক গ্রন্থ প্রয়োজন। এখানে কয়েকটি দিক উল্লেখ করা যায়:

১. সর্বাবস্থায় অশ্লীল কথা, অশালীন কথা, গালিগালাজ ও কটুক্তি বর্জন করা। বিভিন্ন হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে

«لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا ولا مُتَفَحِّشًا ولا لَعَّانًا ولا سَبَّابًا»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশালীন, অশ্লীল, অশোভনীয় কথা বলতেন না, গালি দিতেন না, কটুক্তি করতেন না।”[7]

২. বেশি কথা বলা, দম্ভভরে বা চিবিয়ে কথা বলা, অহঙ্কার করা, বিতর্ক করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি পরিহার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إليَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَومَ الْقِيَامَةِ أحْسَنُكُمْ أَخْلاقًا وإنَّ أبْغَضَكُمْ إليَّ وأبْعَدَكُمْ مِنّي مَجْلِسًا يَومَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ والْمُتَشَدِّقُونَ والْمُتَفَيْهِقُونَ»

"তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থানের অধিকারী হবে তারা যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আচরণের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে তারা যারা বেশি কথা বলে ,যারা কথা বলে জিতে যেতে চায় ,বাজে কথা বলে এবং যারা অহঙ্কার করে।]"8]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ في رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمَراءَ وإنْ كَانَ مُحِقًّا وَببَيْتٍ في وَسَطِ الْجَنَّةِ « لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وإنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ في أعْلي الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقُهُ».

"নিজের মতটি হক হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিত্যাগ করল আমি তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে একটি বাড়ির জিম্মাদারী গ্রহণ করলাম। আর যে ব্যক্তি হাসি-মশকারার জন্যও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বাড়ির জিম্মাদারী গ্রহণ করলাম। আর যার আচরণ-ব্যবহার সুন্দর আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি বাড়ির জিম্মাদারী গ্রহণ করলাম।[9]

৩. সকলের সাথে আনন্দিত চিত্তে, হাসিমুখে কথা বলা এবং কথার সময় পরিপূর্ণ মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে তার কথা শোনা। যেন তার প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা পূর্ণভাবে ফুটে উঠে।

'আমর ইবনল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيْثِهِ عَلي شَرِّ الْقَوْمِ يَتَأَلَّفُهُ بِذلِكَ وَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيْثِهِ عَلَيَّ حتَّي ظَنَنتُ أنِّي خَيْرُ الْقَوْمِ»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সাথেও পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার দিকে পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে কথা বলতেন। এভাবে তিনি তার হৃদয় জয় করে নিতেন। তিনি আমার সাথেও কথা বলতেন পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এবং আমার দিকে পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে। এমনকি আমার মনে হতো যেন আমিই সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ।" [10]

এখানে উল্লেখ্য যে, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ এবং অহংকারহীন হৃদয় না হলে এগুণ পুরোপুরি অর্জন করা যায় না।

সবর বা ধৈর্য

উপর্যুক্ত গুণগুলো অর্জন করতে ধৈর্যের অনুশীলন করতে হবে। পূর্বোল্লিখিত একটি আয়াতে আমরা দেখেছি যে, উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত করার গুণ শুধু ধৈর্যশীলগণই অর্জন করতে পারেন এবং তারাই মহা সৌভাগ্যবান। দা'ওয়াত ও ধৈর্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ] لقمان: ١٧]

“সালাত কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ কর, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার ওপর যা নিপতিত হয় তাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এগুলোই দৃঢ়সংকল্পের কাজ।” [সূরা লুকমান, আয়াতঃ ১৭[

সূরা আলে ইমরানের ১৮৬ আয়াত এবং সূরা আল-আসরেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধৈর্যের মূল পরিচয় হলো রাগের সময়। আল্লাহর পথে ডাকতে বা ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ করতে গেলেই অনেক মানুষের নিকট থেকে বিরূপ কথা, গালমন্দ, নিন্দা ইত্যাদি শুনতে হবে এবং এতে কখনো প্রচণ্ড রাগ হবে এবং কখনো মন দুঃখ-ভরাক্রান্ত হবে। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদেরকে ধৈর্যের মাধ্যমে এর মুকাবিলা করতে হবে এবং উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত করতে হবে। কুরআনুল কারীমে বারংবার মুমিনদেরকে ধৈর্য অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্রোধ সংবরণ করাকে মুমিনদের মৌলিক পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর পথে টিকে থাকার জন্য ধৈর্য ও সালাতের সাহায্য গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সালাত, তাসবীহ ও ইবাদত

ধৈর্য অর্জনের অত্যন্ত বড় অবলম্বন হলো সালাত ও দো'আ। কুরআনুল কারীমে একাধিক স্থানে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে শক্তি অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা হিজর-এর ৯৭-৯৯ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدۡرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ٩٧ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ٩٨ وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ ٩٩)] الحجر: ٩٧، ٩٩]

“আমি তো জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং তোমার রবের তাসবিহ-তাহমিদ বা প্রশংসাময় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং একিন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত কর।” [সূরা আর-হিজর, আয়াতঃ ৯৭-৯৯[

একজন দায়ীর মাঝে আর যা যা গুনাবলী থাকা দরকার

- সর্বদা উম্মাতের কল্যানের ফিকির করবে
- বিশুদ্ধ নিয়ত থাকবে সব কিছু আল্লাহর জন্য করবে

- আত্নমর্যাদাবোধ থাকবে ,বেশি বেশি গোপন আমল করবে
- অধীনস্তদের উপর দয়া করবে
- সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে

৯।মেয়েদের দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহন

ইসলামের ইতিহাসের একদম সূচনালগ্ন থেকেই থেকেই দ্বীনের মৌলিক সত্য প্রচারে নারীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুমাইয়া(রাঃ)-এর আত্মত্যাগ থেকে শুরু করে আইশা(রাঃ)-এর হাদীস সংগ্রহ পর্যন্ত দ্বীনের প্রচারে ও প্রসারে মেয়েরা সহায়ক ভূমিকা পালন করে এসেছে। দূর্ভাগ্যজনকভাবে,বর্তমান সময়ে ইসলামী জাগরণে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড অভাব অনুভূত হচ্ছে যা দ্বীন প্রচারকে কিছু অভিজাত শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছে। এর ফলে মেয়েদের মাঝে দাওয়াতী কাজের ব্যাপ্তি খুব সীমিত হয়ে পড়েছে।

মেয়েদের মাঝে দাওয়াতী কাজ আসলে আরও অনেক বেশি মনোযোগের দাবীদার কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাওয়াতী কাজ থেকে মেয়েদের দূরে রাখা হয়েছে। আমরা যদি বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে ইসলামী দাওয়াতী কাজের অবস্থা ও বর্তমানে এই ক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থানের প্রতি নজর দেই তাহলে সহজেইআমাদের নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো চোখে পড়বেঃ

১) মেয়েদের মাঝে ও মেয়েদের দ্বারা দাওয়াতী কাজ করার সক্ষমতার অভাব।

২) ব্যবহারযোগ্য যে সীমিত সম্পদ রয়েছে তার অপব্যবহার ও সেই সাথে মেয়েদের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাব।

৩) দাওয়াতী কাজের পরিকল্পনায় মেয়েদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে অবহেলা করা বা বাদ দেয়া।

৪) মেয়ে দা’ঈদের মাঝে ভালো প্রশিক্ষণ ও দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানের অভাব। শুধু কিছু পুরুষ দা’ঈদের স্ত্রী ও মেয়েদের মাঝে উপযুক্ত ইসলামী জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে।

৫) বেশিরভাগ মেয়েরা উপলব্ধি করে না যে তাদের স্বামীদের জন্য দাওয়াতী কাজে অংশ নেয়া বাধ্যতামূলক। যার ফলে তারা ঘরের বাইরে বিভিন্ন প্রজেক্টে স্বামীদের সময় দেয়ার গুরুত্বকে অনুধাবন করে না। আর এ কারণে ঘরের মাঝে অস্থিরতা বিরাজ করে।

৬) বেশিরভাগ মেয়েদের মাঝে দ্বীনের সাধারণ জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

৭) মেয়েদের দাওয়াতী কর্মসূচি ও সেই সাথে সামগ্রিক দাওয়াতী কর্মসূচি ও প্রতিষ্ঠান বিরল। যেগুলো আছে সেগুলোও সুসংগঠিত না।

##ড. আইশা হামদান, মিনেসোটার মিনিয়াপলিসে অবস্থিত ইসলামিক এডুকেশন ফাউন্ডেশনের পরিচালক বলেন, "স্বামীদের পক্ষ থেকে স্ত্রীদের দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" উনি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে পিএইচডি করেছেন, যেখানে তাঁর স্পেশালাইজেশন ছিল শিশু ওপরিবার বিষয়ক।

১০.২।যে যে কারণে মেয়েদের দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করা জরুরীঃ

১) মেয়েরা সহজেই অন্য মেয়েদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, যা ছেলেরা পারে না। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অন্য মেয়েদের কথা, কাজ ও আচরণের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। মেয়েদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের খুঁটিনাটি ও সমস্যা চিহ্নিত করতে মেয়েরাই বেশি উপযুক্ত।

২) মেয়েরা বেশি ভালো বুঝতে পারে কোন দিকে মেয়েদের দাওয়াতী কাজের প্রয়োজনীয়তা বেশি। তারাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম কারণ তারা এই ক্ষেত্র সম্পর্কে তুলনামূলক বেশি পরিচিত।

৩) ব্যক্তিগত দাওয়াতী কাজ হোক বা মেয়েদের ফোরাম অথবা মিটিং হোক, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা মেয়েদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

৪) বহু মুসলিম মেয়ের দিকনির্দেশনা ও শিক্ষার প্রয়োজন কিন্তু তাদের এই সেবা দিতে পারে এমন পুরুষের অভাব রয়েছে। তাই যোগ্যতা সম্পন্ন মেয়েদের এই কাজটা করা উচিত।

৫) ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বেশি। তারা গর্ভধারণ করে, সন্তান জন্ম দেয় ও প্রতিপালন করে। বাবার চেয়ে মায়ের সাথে সন্তানদের বন্ধন বেশি দৃঢ় হয়। মেয়েরা সন্তানদের সাথে ঘরে থাকে আর তাই তারা যেভাবে চায় সন্তানরা সেভাবেই বড় হয়। যদি তাদের মাঝে দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করা না হয় তাহলে অনেক কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না।

৬) মেয়েরা তাদের স্বামীদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলতে পারে। যদি তাদের ঈমান ও চরিত্র দৃঢ় হয় তাহলে তারা তাদের স্বামীদেরও দৃঢ়তা অর্জনে খুব ভালো সাহায্য করতে পারে।

৭) মেয়েদের অনেক রকম বৈশিষ্ট আছে। দাওয়াতী কাজে সেগুলোর গুরুত্ব দিতে হবে। যখন কোন দাওয়াতী কাজের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয় তখন এসব গুণের কথা মাথায় রাখতে হবে, যেমনঃ

মেয়েরা অন্তরে যা বিশ্বাস করে তা দৃঢ়ভাবে প্রকাশের সহজাত ক্ষমতা রাখে। ড. হামদান বলেন, "মেয়েরা সাধারণত কথা ও আবেগের ক্ষেত্রেও বেশি শক্তিশালী হয়।"

মেয়েরা মাঝে মাঝে ইচ্ছাশক্তি ও দিকনির্দেশনার অভাব বোধ করে। তাই তাদের শক্তি ও প্রেরণা অর্জনে অন্য মেয়েদের সাহায্য প্রয়োজন।

১০.৩।মেয়েদের দাওয়াতী কাজ করার পরিকল্পনা করার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিতঃ

(১) সাধারণত, মেয়েদের প্রধান ভূমিকা ও কাজ হচ্ছে তাদের ঘরে। এটা কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে।" (৩৩:৩৩) মেয়েরা অবশ্যই সালাহ আদায় করার জন্য মসজিদে যেতে পারবে, প্রয়োজনীয় কাজে অংশ নিতে পারবে এবং দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারবে। তবে, এসব কোন কাজই ঘরে স্ত্রী ও মা হিসাবে তার দায়িত্বের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, মেয়েদের এই দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয় দাওয়াতী কাজের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা নিয়েই পরিবারে ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। ড. হামদান বলেন, "মেয়েরা ঘরে বসেই তাদের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে পারে। তারা কোন ইসলামী সংগঠনের জন্য কাজ করতে পারে যেমন, টেলিফোন রিসিভ করা বা নিজ নিজ দক্ষতা ও আগ্রহ অনুযায়ী অন্য কোন কাজ করা।"

(২) নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ব্যপারে ইসলামে বিশেষ নির্দেশ দেয়া আছে যা যে কোন অবস্থায় যে কোন দাওয়াতী কাজে মেনে চলতে হবে।

নারী ও পুরুষের মাঝে সঠিক পর্দা সবসময় মেনে চলতে হবে।

নারীরা মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ) ছাড়া ভ্রমণ করতে পারবে না।

মেয়েরা তাদের অনাত্মীয় পুরুষদের সাথে একত্রে মেলামেশা করবে না।

মেয়েরা তাদের অভিভাবকের, তথা তাদের স্বামী বা বাবার, অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হতে পারবে না।

(৩) ইসলামের শত্রুরা সাধারণত এইসব আদেশকে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে প্রচার করে যে ইসলাম মেয়েদের অবমাননা করে থাকে। কিছু কিছু দা'ঈ এসব অভিযোগে প্রভাবিত হয়ে কাজে শিথিল ও অন্যমনস্ক হয়ে

পড়ে। সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত সত্যিকারের দা’ঈ এসব প্রশ্রয় দিবে না পাছে সে সমাজের লালসা ও খেয়ালখুশির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

(৪) দাওয়াতী কাজে ছেলেরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে যেমনটা রাসূল(সাঃ)-এর সময়ে ও তার পরের স্বর্ণ যুগে হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা অনস্বীকার্য তবে সঠিক দিকনির্দেশনা মেনে চলতে হবে।[R10]

১০।কেন আমি একজন দ্বায়ী হব?

- উম্মতি মুহাম্মদ [সা] এর উপর কেয়ামত পর্যন্ত অর্পিত বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে দাওয়াহ ইলাল্লাহ,সুতরাং আমরা প্রত্যেক মুসলমানের ই দাওয়াতি কাজে জান ,মাল,বুদ্ধি দিয়ে অংশগ্রহন করতে হবে
- দাওয়াহ একজন মুসলিমের জন্যে ফরজে কেফায়া
- নববী সুন্নাত,সমস্ত নবীগনের আমল হচ্ছে দাওয়াহ
- আল্লাহর কাছ থেকে পুরষ্কার লাভ ও আল্লাহর গজব থেকে বাঁচা

কাজটি মুমিনের জন্য একটি বড় ইবাদত। এ ইবাদত পালন করলে মুমিন নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদত পালনের ন্যায় সাওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবেন। অবহেলা করলে অনুরূপ ইবাদতে অবহেলার শাস্তি তার প্রাপ্য হবে।

১১।দ্বায়ীর পুরষ্কার

কোরআন হাদিসে দাওয়াত বা আদেশ নিষেধের এই ইবাদতের জন্য অতিরিক্ত পুরস্কার ও শাস্তির কথা জানানো হয়েছে। পুরস্কারের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষনীয়:

১.সর্বোচ্চ পুরষ্কার

২. অন্যান্য অনেক মানুষের কর্মের সমপরিমাণ সাওয়াব ও

৩. জাগতিক গজব ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া।

সফলতা ও সর্বোচ্চ পুরস্কার

আমরা দেখেছি যে, দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধের দায়িত্ব পালনকারীরাই সফলকাম বলে কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১০৪ আয়াতে বলা হয়েছে। সূরা আন-নিসার ১১৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই দায়িত্ব পালনকারীর জন্য রয়েছে মহা উত্তম পুরস্কার:

(لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۢ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١١٤)] النساء: ١١٤[

"তাদের গোপন পরামর্শের অধিকাংশে কোনো কল্যাণ নেই। তবে (কল্যাণ আছে) যে নির্দেশ দেয় সদকা কিংবা ভালো কাজ অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করবে তবে অচিরেই আমরা তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করব।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৪]

দা'ঈর সর্বোচ্চ পুরস্কার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَاللّٰهِ لأنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيرٌ لَكَ مِنْ أنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعْمِ»

"আল্লাহর কসম, তোমার মাধ্যমে যদি একজন মানুষকেও আল্লাহ সুপথ দেখান তাহলে তা তোমার জন্য (সর্বোচ্চ সম্পদ) লাল উটের মালিক হওয়ার চেয়েও উত্তম বলে গণ্য হবে।"

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন:

«أمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ»

"ভালো কার্যে নির্দেশ করা সদকা বলে গণ্য এবং খারাপ থেকে নিষেধ করা সদকা বলে গণ্য।"[7]

আমরা যারা সহজে মুখ খুলতে চাই না তাদের একটু চিন্তা করা দরকার। প্রতিদিন অগণিতবার আমরা সুযোগ পাই মুখ দিয়ে মানুষকে একটি ভালো কথা বলার। লোকটি কথা শুনবে কি-না তা বিবেচ্য বিষয়ই নয়। আমি শুধু বলার সুযোগটা ব্যবহার করে সাওয়াব অর্জন করতে পারলেইতো হলো। একটু ভালোবেসে একটি ভালো উপদেশমূলক কথা আমার জন্য আল্লাহর দরবারে অগণিত পুরস্কার জমা করবে। সাথে সাথে লোকটিরও উপকার হতে পারে। যদি হয়, তবে আমরা (নিম্নোক্ত) দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশেষ পুরস্কার লাভ করব।

অগণিত মানুষের সমপরিমাণ সাওয়াব

দা'ঈ, মুবাল্লিগ বা দা'ওয়াত ও তাবলীগে রত ব্যক্তির বিশেষ পুরস্কারের দ্বিতীয় দিক হলো তার এই কর্মের ফলে যত মানুষ ভালো পথে আসবেন সকলের সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব তিনি একা লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ دَعَا إلى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصَ ذلِكَ مِنْ أُجُرِهِمْ » مِنَ الْاثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لايَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ شَيئاً وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ آثَامِهِمْ شَيئًا

"যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো পথে আহ্বান করে, তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের পুরস্কারের সমপরিমাণ পুরস্কার সে ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পুরস্কারের কোনো ঘাটতি হবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করে তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপ সে ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পাপের কোনো ঘাটতি হ বেনা।"[সহীহ মুসলিম]

মুমিন যদি কোনো একটি ভালো কর্ম করতে সক্ষম নাও হন, কিন্তু তাঁর নির্দেশনা-পরামর্শে কেউ তা করে, তবে তিনি কর্ম সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পান। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ دَلَّ عَلى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أجْرِ فَاعِلِهِ»

"যদি কেউ কোনো ভালো কর্মের দিকে নির্দেশনা প্রদান করে তবে তিনি কর্মটি পালনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবেন।"[সহীহ মুসলিম]

আযাব-গযব থেকে রক্ষা

দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধের দায়িত্ব পলন করার অন্যতম পুরস্কার হলো জাগতিক গযব থেকে রক্ষা পাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে তা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন,

«مَثَلُ الْقَائِمِ عَلى حُدُودِ اللهِ وَالْمُدْهِنِ) الواقع (فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلى سَفِيْنَةٍ فِي الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أعْلاهَا وَأصَابَ بَعْضُهُمْ أسْفَلَهَا فَكَانَ الذيْنَ في أسْفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ عَلى الذينَ فِي أعْلاهَا فَقَالَ الذينَ فِي أعْلاهَا لا تَدَعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُؤذُونَنَا «فَقَالَ الذينَ فِي أسْفَلِهَا فَإنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ أسْفَلِهَا) في نصيبنا (فَنَسْتَقِي) ولم نُؤذ مَنْ فَوقَنَا (فَإنْ أخَذُوا عَلى أيْدِيهِمْ فَمَنَعُوهُمْ نَجَوا جَمِيعًا وَإنْ تَرَكُوهُمْ غَرِقُوا جَمِيعًا»

"যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধিবিধান সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট এবং যে লঙ্ঘন করছে উভয়ের উদাহরণ হলো একদল মানুষের মতো। তারা সমুদ্রে একটি জাহাজ বা বজরা ভাড়া করে। লটারির মাধ্যমে কেউ উপরে এবং কেউ নিচের

তলায় স্থান পায়। যারা নিচে অবস্থান গ্রহণ করল তাদের পানির জন্য উপরে আসতে হয়। এতে উপরের মানুষদের গায়ে পানি পড়তে লাগল। তখন উপরের মানুষেরা বলল, আমাদেরকে এভাবে কষ্ট দিয়ে তোমাদেরকে উপরে উঠতে দিব না। তখন নিচের মানুষেরা বলল, আমরা আমাদের অংশে বা জাহাজের নিচে একটি গর্ত করি, তাহলে আমরা সহজে পানি নিতে পারব এবং উপরের মানুষদের কষ্ট দিতে হবে না। এই অবস্থায় যদি উপরের মানুষেরা তাদের এ কাজে বাধা দেয় এবং নিষেধ করে তাহলে তারা সকলেই বেঁচে যাবে। আর যদি তারা তাদেরকে এ কাজ করতে সুযোগ দেয় তাহল তারা সকলেই ডুবে মরবে।"]সহীহ বুখারী ও তিরমিযী।[

নবুওয়াতের নূর থেকে উৎসারিত এ উদাহরণটি ভালো করে চিন্তা করুন। সমাজের অনেক ক্ষমতাধর বা প্রভাবশালী মানুষ অনেক প্রকারের অন্যায় বা গর্হিত কাজ দেখেও প্রতিবাদ করেন না। তারা জানেন যে, তারা প্রতিবাদ করলে তা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নীরবতা বা তাৎক্ষণিক সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেন। তারা ভাবেন, এতে আমার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কষ্ট করছে অন্য মানুষেরা। নষ্ট হচ্ছে অন্য মানুষের সন্তানেরা। তাদের বুঝা উচিৎ যে, সমাজের এ অবক্ষয় কোনো না কোনোভাবে তাদের ও তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে স্পর্শ করবেই। এ জন্য আমাদের সকলকেই আদেশ-নিষেধের এ দায়িত্ব পালনে সজাগ থাকতে হবে।

১২।দাওয়াত না দেয়ার শাস্তি

সাধারণ শাস্তি বনাম বিশেষ শাস্তি

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বা এককথায় আল্লাহর পথে দা'ওয়াত একটি ফরযে আইন বা ফরযে কিফায়া ইবাদত। সাধারণভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, এ ইবাদত পালনে অবহেলা করলে এ জাতীয় অন্যান্য ইবাদত পালনে অবহেলার ন্যায় গোনাহ হবে। তবে কুরআন হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এ ইবাদত পালনে অবহেলা করার জন্য, বিশেষত, অন্যায় কাজ দেখে সাধ্যমত তার আপত্তি ও সংশোধন না করার জন্য বিশেষ ও কঠিন শাস্তি রয়েছে। শাস্তিগুলো নিম্নরূপ:

দুনিয়াবী গযব

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, যুগে যুগে যারা তাঁদের সমাজের মানুষদেরকে অন্যায় পরিত্যাগ করতে আহ্বান করেছেন, এসব দা'ঈ ও মুবাল্লিগকে আল্লাহ গযব ও শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আর পাপীরা ও পাপের নীরব সমর্থক পুণ্যবানরা শাস্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। ইয়াহূদীদের জন্য শনিবারে কোনোরূপ কর্ম করা নিষেধ ছিল। শনিবার কোনো জেলে মৎস শিকার করত না। এজন্য নদীতে প্রচূর মাছ দেখা যেত। তাদের মধ্যকার একদল মানুষ হিলা বাহানা করে শনিবারে জাল ফেলে রাখতে শুরু করল, যেন রবিবারে মাছ ধরতে পারে।

তখন ভালো মানুষের একদল তাদের নিষেধ করেন আর একদল বলেন, এসব মানুষের ধ্বংস অনিবার্য, এদের নিষেধ করে কি লাভ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

(وَإِذۡ قَالَتۡ أُمَّةٞ مِّنۡهُمۡ لِمَ تَعِظُونَ قَوۡمًا ٱللَّهُ مُهۡلِكُهُمۡ أَوۡ مُعَذِّبُهُمۡ عَذَابٗا شَدِيدٗاۖ قَالُواْ مَعۡذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٦٤ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنجَيۡنَا ٱلَّذِينَ يَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذۡنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِۭ بَـِٔيسِۭ بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ ١٦٥)] الاعراف :١٦٤، ١٦٥[

“আর স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলল, তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ এমন কওমকে, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন আযাব দেবেন? তারা বলল, তোমাদের রবের নিকট ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে। আর হয়তো তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে। অতঃপর যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল তখন আমরা মুক্তি দিলাম তাদেরকে যারা মন্দ হতে নিষেধ করত। আর যারা যুলুম করেছে তাদেরকে কঠিন আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম। কারণ তারা পাপাচার করত। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৬৪-১৬৫[

এখানে আমরা দেখছি যে, যারা অন্যায় থেকে নিষেধ করেছেন শুধু তাদেরকেই আল্লাহ গযব-শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।

সূরা আল-মায়েদার ৭৮-৭৯ আয়াতে ও সূরা হূদ-এর ১১৬ আয়াতেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে।

উপরের আয়াত থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, ওকে বললে কোনো লাভ হবে না, এরূপ ধারণা করে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়। কারণ,

প্রথমত: লোকটি কথা শুনবে না একথা নিশ্চিত জানলেও আমাকে বলতে হবে, আমার দায়িত্ব হলো বলা, আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতেই হবে।

দ্বিতীয়ত: লোকটি কথা শুনবে না, একথা এভাবে নিশ্চিত ধারণা করাও ঠিক নয়। কারণ, হয়ত আন্তরিকতাপূর্ণ ভালো কথাটি তার মনে প্রভাব ফেলতে পারে।

দা‘ওয়াতে অবহেলার জাগতিক শাস্তির বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إنَّ النَّاسَ إذَا رأوا الْمُنْكَرَ لا يُغَيِّرُونَهُ أوشَكَ أنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بعقَابِهِ»

“যখন মানুষেরা অন্যায় দেখেও তা পরিবর্তন বা সংশোধন করবে না তখন যেকোনো মুহূর্তে আল্লাহর শাস্তি তাদের সবাইকে গ্রাস করবে।” তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, সনদ সহীহ

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ على أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُواإلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا.»

"কোনো সমাজের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি অবস্থান করে সেখানে অন্যায় পাপে লিপ্ত থাকে এবং সে সমাজের মানুষেরা তার সংশোধন-পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা না করে, তবে তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর আযাব তাদেরকে গ্রাস করবে।"আবু দাউদ, হাদীসটি হাসান

দো'আ কবুল না হওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«وَالذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»

"যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই কল্যাণের আদেশ করবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে আল্লাহ অচিরেই তোমাদের সবার ওপর তাঁর গযব ও শাস্তি পাঠাবেন, তারপর তোমরা আল্লাহকে ডাকবে, কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে না বা তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে না।" তিরমিযী, হাসান সূত্রে।

সামাজিক শান্তি, ঐক্য ও সম্প্রীতি নষ্ট হওয়া

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইসরাঈল সন্তানদের (ইয়াহূদী জাতির) মধ্যে সর্বপ্রথম দুর্বলতা আসলো এভাবে যে, তাদের সমাজের একজন অপরজনকে (অন্যায় কাজে জড়িত) দেখলে বলত, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং যা করেছেন তা পরিত্যাগ করুন, একাজ আপনার জন্য বৈধ নয়। অতঃপর পরদিন তাকে অন্যায়ে লিপ্ত দেখত, কিন্তু (খারাপ লোকটির) অন্যায় তাকে (সৎলোকটিকে) তার সাথে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে বাধা দিত না। অন্যায়ে জড়িত থাকা সত্ত্বেও সে তার সাথে একত্রে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া ও সামাজিকতা রক্ষা করে চলত। যখন তারা এরূপ করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাদের সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য নষ্ট করে দেন, তাদের মধ্যে বিভেদ, কলহ ও বৈরিতা সৃষ্টি করে দেন।

একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনুল কারীমের দু'টি আয়াত (সূরা আল-মায়েদার ৭৮-৭৯ আয়াত) তিলাওয়াত করেন: ইসরাঈল সন্তানদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছিল তারা দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল, একারণে যে তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালঙ্ঘন করেছিল। তাদের মধ্যে সংঘটিত অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে তারা একে অপরকে নিষেধ করত না। তাদের এই আচারণ ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كَلَّا وَاللهِ لَتأمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمَنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلى الْحَقِّ أطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلى الْحَقِّ قَصْرًا أو لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبِ بَعضِكُمْ عَلى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنِهُمْ

“মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই সৎ কর্মের আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, অন্যায়কারী বা অত্যাচারীকে হাত ধরে বাধা দান করবে, তাকে সঠিক পথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না কর তবে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দিবেন এবং তোমাদেরকে অভিশপ্ত করবেন যেমন ইসরাঈল সন্তানদেরকে অভিশপ্ত করেছিলেন।” আবু দাউদ ও অন্যান্য। সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য

পাপ ও অভিশাপ অর্জন

আদেশ-নিষেধের দায়িত্বে অবহেলাকারী নিজে পাপ না করেও অন্যের পাপের কারণে গোনাহ ও লা‘নতের অংশীদার হন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ألا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لا مَا صَلَّوا»

“অচিরেই তোমাদের ওপর অনেক শাসক-প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না) সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।”সহীহ মুসলিম।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْارضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا وَ قَالَ مَرَّةً أَنْكَرَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْها وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»

"যখন পৃথিবীতে কোনো পাপ সংঘটিত হয় তখন পাপের নিকট উপস্থিত থেকেও যদি কেউ তা ঘৃণা করে বা আপত্তি করে তবে সে ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির মত পাপ মুক্ত থাকবে। আর যদি কেউ অনুপস্থিত থেকেও পাপটির বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে বা মেনে নেয় তাহলে সে তাতে উপস্থিত থাকার পাপে পাপী হবে।" আবু দাউদ

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذَا عُمِلَتِ الْخَطيئَةُ في الْارضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا وَ قَالَ مَرَّةً أنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْها وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»

"যেখানে কোনো মানুষকে হত্যা করা হয় সেখানে কখনই দাঁড়াবে না, কারণ সেখানে উপস্থিত লোকেরা যদি তার হত্যা প্রতিরোধ না করে তাহলে সকলের ওপর লা'নত ও অভিশাপ বর্ষিত হয়। আর যেখানে কোনো মানুষকে অত্যাচার করে মারধর করা হয় সেখানে দাঁড়াবে না। কারণ, উপস্থিত সকলের উপরেই লানত-অভিশাপ বর্ষিত হয়।[17]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন,

« لا يَحْقِرَنَّ أحَدُكُمْ نَفْسَهُ أنْ يَرَى أَمْرَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فِيْهِ مَقَالاً ثُمَّ لا يَقُوْلُهُ فَيَقُولُ اللّٰهُ مَا النَّاسَ فَيَقُولُ وأنَا أحَقُّ أنْ يُخْشَى مَنَعَكَ أنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ رَبِّ خَشِيتُ

"তোমাদের কেউ যেন নিজেকে ছোট মনে না করে। সে যদি দেখে যে কোথাও কোনো বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কোনো কথা বলা উচিৎ তখন যেন সে কথা বলা থেকে বিরত না থাকে। তাহলে আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি এ বিষয়ে কেন কথা বলনি? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি মানুষদেরকে ভয় পেয়েছিলাম। তখন তিনি বলবেন, আমার অধিকারই তো বেশি ছিল যে, তুমি আমাকেই বেশি ভয় করবে।"[আহমাদ, সনদ সহীহ]

সমাজের নানাবিধ প্রকাশ্য অন্যায়, যুলুম, গণপিটুনি, বেহায়াপনা, অশ্লীল নাচগান, জুয়া, খুন-খারাবী, মারামারি-দাঙ্গা ইত্যাদির নীরব দর্শক হওয়ার ভয়াবহ পরিণতি আমরা এ হাদীস থেকে বুঝতে পারছি। এ সকল ক্ষেত্রে সাধ্যমত দা'ওয়াত দেওয়ার ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করতে হবে। না হলে দ্রুত এরূপ স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার ও অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করার তাওফিক দান করুন[R13+12]

১৩।দাওয়াতের পথে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা :

দাঈর জন্য দাওয়াতের পথে ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু থাকা ফরয। এ পথে তিনি কথায় ও কাজে পীড়নের শিকার হ’তে পারেন, তাকে দৈহিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার ও কষ্ট দেওয়া হ’তে পারে, তিনি আর্থিক ও বৈষয়িক ক্ষতিতে পড়তে পারেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই অটল-অবিচল থাকবেন। সাধারণত দেখা যায়, কল্যাণের পথে দাওয়াতদাতার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে যায়। তার দাওয়াতী কাজকে তারা ঘৃণা ও অপসন্দ করে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيْرًا، ‘এভাবেই আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু নির্ধারণ করেছি। আর তোমার জন্য পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসাবে তোমার পালনকর্তাই যথেষ্ট’ (ফুরক্বান ২৫/৩১)।

প্রত্যেক নবীর জন্যই কোন না কোন পাপাচারী শত্রু ছিল। এ শত্রুতা তাঁদের ব্যক্তিগত কারণে নয়, বরং নবুঅতের কারণে। এজন্যেই দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেখানে নবুঅত ও রিসালাত লাভের আগে কুরাইশদের মাঝে ছাদিক (সত্যবাদী) ও আল-আমীন (বিশ্বস্ত) নামে পরিচিত ছিলেন, সেখানে নবুঅত লাভের পর তিনি তাদের কাছে হয়ে উঠলেন মহামিথ্যুক, যাদুকর, কবি, গণক, পাগল ইত্যাদি নানা কুৎসিত অভিধায় আখ্যায়িত একজন নিন্দিত মানুষ। আল্লাহ বলেন, ‘এভাবেই আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু নির্ধারণ করেছি’ (ফুরক্বান ২৫/৩১)।

কেন এ শত্রুতা? এ কি তাঁর ব্যক্তিসত্তার কারণে, নাকি নবুঅতের কারণে? বরং নবুঅতেরই কারণে। সুতরাং যে-ই নবীর পথ ও কার্যক্রম ধরে চলবে পাপাচারীদের মধ্য থেকে তার শত্রু হ’তেই হবে। আর যখন কেউ তার শত্রু হবে তখন সে কথায়-কাজে সাধ্যমতো তাকে কষ্ট দিতে কোন ত্রুটি করবে না। দাঈকে এক্ষেত্রে ছবর করতে হবে, ছওয়াবের আশা রাখতে হবে, আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে প্রশংসনীয় পরিণাম কামনা করতে হবে।

১৪।দাওয়াতীকাজে যে যে বিপদ/সমস্যা হতে পারে

আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বানের পথ বড়ই বন্ধুর। এ পথে বিপদ-আপদের কমতি নেই। আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ না থাকলে এ পথে টিকে থাকা মুশকিল। কারণ দাঈর কাজ হলো মানুষকে প্রবৃত্তির দাসত্ব, বর্ণবৈষম্য ও ঐতিহ্য-আভিজাত্য থেকে মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সঁপে দেওয়ার আহ্বান জানানো। তবে মানুষ ধন-ঐশ^র্য্যরে গৌরব, ক্ষমতার দম্ভ এবং পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারের মায়া ত্যাগ করতে পারে না। তারা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীকে শত্রু ভেবে বসে এবং তাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করে। এমন পরিস্থিতিতে ইমানের পথে অবিচল থাকা এবং সর্বোচ্চ ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শন করা দাঈর জন্য আবশ্যক।

দাওয়াতের কাজে ধৈর্য ধারণ করা নবীদের সুন্নত। যুগে যুগে নবী-রাসুলরা অত্যন্ত ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করেছেন। তাদের ধ্যান-জ্ঞানই ছিল মানুষকে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা। এ জন্য

তারা কষ্ট-নির্যাতন বরদাশত করতেও পিছপা হননি। পবিত্র কোরআনে নবীদের ভাষায় বিবৃত হয়েছে, 'তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিয়েছো তাতে আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করব। আর ভরসাকারীদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।' (সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ১২)

দাওয়াতের ময়দানে বিপদ-আপদ আবশ্যম্ভাবী। এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণই দাঈর শেষ সম্বল। লোকমান (আ.) স্বীয় পুত্রকে দাওয়াতে ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শনের নসিহত করেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে বৎস, তুমি নামাজ কায়েম করো, সৎকাজের নির্দেশ দাও আর মন্দ কাজ হতে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।' (সুরা লোকমান, আয়াত : ১৭)

আল্লাহর পথের আহ্বানকে অধিকাংশ মানুষই এড়িয়ে যাবে দাঈর জন্য এটা কষ্টকর। নুহ (আ.) ৯৫০ বছর দাওয়াত দেওয়ার পরও অল্প কয়েকজন মানুষ ইমান এনেছিল। তখন তিনি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বলেছিলেন, 'ওগো পালনকর্তা, আমি আমার জাতিকে রাত-দিন দাওয়াত দিয়েছি। তবে আমার দাওয়াত তাদের পলায়ন-প্রবণতাই বাড়িয়েছে। যখনই আমি তোমার ক্ষমার পথে তাদের আহ্বান করেছি, তখনই তারা কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, কাপড়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে, জিদ করেছে এবং চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।' (সুরা নুহ, আয়াত : ৫-৭)

আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা নবীজিও দাওয়াতের ক্ষেত্রে শত বাধা-বিপত্তি ও অবজ্ঞার মুখোমুখি হয়েছেন। সেই দৃশ্যের অবতারণা করে আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কোনো কথাই কর্ণপাত করে না। তারা বলে, তুমি যে বিষয়ে আমাদের দাওয়াত দাও সে বিষয়ের ব্যাপারে আমাদের অন্তর আবৃত, কান বধির এবং আমাদের ও তোমার মধ্যে আছে আড়াল। অতএব তুমি তোমার কাজ করো এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (সুরা হা-মিম ৪১:৫)

এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে সামলে রাখা নিশ্চয়ই কঠিন। তাই আল্লাহ প্রিয়নবী (সা.)-কে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। আপনার ধৈর্য কেবল আল্লাহর জন্যই। তাদের কর্মকা-ে হতাশ হবেন না।' (সুরা নাহল, আয়াত : ১২৭)

দাওয়াতের কাজে শত হুমকি-ধমকি আসবে। জেল-জুলুম-দেশান্তরের ভয় দেখানো হবে। জানমালের নিরাপত্তা সংশয়ের মুখে পড়বে। তবে প্রকৃত দাঈ হতাশ হবে না; সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করবে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'অবশ্য তোমাদের জানমালের পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি তোমরা শুনবে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।' (সুরা ইমরান ৩ : ১৮৬)

মুসা (আ.) এর দাওয়াত ও মোজেজায় আকৃষ্ট হয়ে জাদুকররা যখন ইমান আনেন, তখন ফেরাউন তাদের কঠিন হুমকি দেয়। তবে তারা মাথা নত করেননি। বরং আল্লাহর কাছে ধৈর্যশক্তি প্রার্থনা করেন। ঘটনাটির অবতারণা করে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ফেরাউন বলল, তোমরা কি আমার অনুমতি দেওয়ার আগেই ইমান আনলে? এটা প্রতারণা যা তোমরা এ নগরীতে প্রদর্শন করলে। যাতে করে এ শহরের অধিবাসীদের শহর থেকে বের করে দিতে পারো। তোমরা শিগগিরই বুঝতে পারবে। আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেব। তারপর সবাইকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারব। তারা বলল, আমাদের তো মৃত্যুর পর পরওয়ারদিগারের কাছে ফিরে যেতেই হবে। আমাদের সঙ্গে তোমার শত্রুতার কারণ হলো, আমরা আমাদের পরওয়ারদিগারের নিদর্শনসমূহের প্রতি ইমান এনেছি যখন তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দিন এবং আমাদের মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দান করুন।' (সূরা আরাফ, আয়াত ১২৩-১২৬)

দাওয়াতের পথে ধৈর্যের সঙ্গে অবিচল থাকলে আল্লাহর সাহায্য একদিন আসবেই। তবে এ পথে অনেক কষ্ট সইতে হবে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত পাওয়া মোটেও সহজ নয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি মনে করো যে, তোমাদের পূর্বের লোকদের অবস্থা পাড়ি না দিয়ে তোমরা জান্নাতে চলে যাবে? তাদের অভাবে তাড়না ও বিপদ স্পর্শ করেছিল। তারা এতই হাঁপিয়ে উঠেছিল যে, রাসূল ও মুমিনরা চিৎকার করে বলেছিলেন, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে! শোনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য একান্তই কাছে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৪)

আল্লাহর সাহায্য শেষ মুহূর্তেই আসে। সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করাই দাঈর কাজ। যুগে যুগে আল্লাহর পথের আহ্বানে সাড়া দানকারীদের আল্লাহ রক্ষা করেছেন এবং অবজ্ঞাকারীদের ধ্বংস করেছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'এমন কি যখন রাসূলরা হতাশ হয়ে পড়তেন এবং এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান (সাহায্যের বিষয়ে) মিথ্যায় পর্যবসিত হচ্ছে, তখনই তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছাত। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা মুক্তি পেয়েছে। অপরাধীদের প্রতি আমার শাস্তি কখনো প্রতিহত করা যায় না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১১০) [R15]

দাওয়াতী কাজে বাধা আসবেঃ

(ক) রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার এবং নিজের নফস এর পক্ষ থেকে বাধা আসবে।

(খ) জীবন, স্বাস্থ্য ও সম্পদ ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

(গ) কখনো কখনো অপ্রাপ্তি কাংখিত ফলাফল না পাওয়া অধৈর্যের কারণ হতে পারে।

১৫।দাওয়াতের মাসনূন পদ্ধতি ও উপকরণ

আদেশ, নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা বা দাওয়াতের যে সকল উপকরণ ও পদ্ধতি কোরআন-হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন সে সকল মাসনূন বা সুন্নাত সম্মত উপকরণের অন্যতম হল ১. কোরআন ২. হাদিস, ৩. হিকমাহ বা প্রজ্ঞা, ৪. সুন্দর ওয়াজ-উপদেশ, ৫. উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক, ৬. জিহাদ ও কিতাল, ৭. অনুকরণীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা, ৮. উৎসাহ, পুরুস্কার ও শাস্তি।

কোরআনমাজিদ

কুরআনুল কারীম ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতের প্রধান ও মূল উপকরণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন কারীমে তাঁকে কোরআন পাঠ করে দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। কাফিরগণকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে এবং মুমিনগণকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে উভয় ক্ষেত্রে তিনি নিজে সদা সর্বদা কোরআন পাঠ করে দাওয়াত প্রদানকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন।

হিকমাহ হাদিস

কোরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনের পাশাপাশি হিকমত বা প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং তিনি তাঁর উম্মতকে কোরআনের পাশাপাশি প্রজ্ঞার মাধ্যমে দাওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন।
(বাকারা : ১২৯, ১৫১, ২৩১, ২৫১, আলে ইমরান: ১৬৪, নিসা : ১১৩, আহযাব : ৩৪, জুমুআহ : ২)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত হিকমত বা প্রজ্ঞা বা তাঁর আজীবনের শিক্ষা হাদিস হিসেবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে।

সুন্দর ওয়াজ

সুন্দর ওয়াজ ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতের অন্যতম উপকরণ। কোরআনে তাঁকে ওয়াজের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (সূরা নিসা : ৪, সূরা নাহল : ১২৫)। কোরআনকেও বারংবার ওয়াজ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে (সূরা বাকারা : ২৭৫, সূরা ইউনুস : ৫৭)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়াজের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, তাঁর ওয়াজ ছিল মূলতঃ কোরআন নির্ভর। বিভিন্ন হাদিস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি বক্তৃতা, ওয়াজ, খুতবা ইত্যাদি সব কিছুতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোরআন পাঠ করতেন। এগুলির পাশাপাশি কিছু হিকমাহ বা উপদেশ প্রদান করতেন যা হাদিসরূপে সংকলিত। তাঁর ওয়াজের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা, আন্তরিকতা, কৃত্রিমতাহীন, সরলতা, সংক্ষেপন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা বিতর্ক

উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা বিতর্ক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোরআন অনন্য গ্রন্থ। ইহুদি, খৃস্টান, পৌত্তলিক বিভিন্ন

অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম, আচার ইত্যাদির অসারতা, ভিত্তিহীনতা এবং ইসলামি বিশ্বাস ও কর্মের যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, সরল ও আকাষর্ণীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলনীতিই হলো প্রতিপক্ষের পদ্ধতির চেয়ে দায়ীর পদ্ধতি উৎকৃষ্টতর হতে হবে। ভাষা, ভাব, বিনম্রতা, বন্ধুভাবাপন্নতা, আন্তরিকতা, উপস্থাপনা সকল দিক থেকেই তা হবে উৎকৃষ্টতর। প্রতিপক্ষের সম্মান প্রদান, তার ভাল গুণাবলীর প্রশংসা, ব্যক্তিগত আক্রমণ বর্জন, ঢালাও অভিযোগ বর্জন ইত্যাদি কোরআনী বিতর্ক আলোচনার বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন এই পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন।

জিহাদ ও কিতাল

দাওয়াতের একটি কোরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পদ্ধতি ও উপকরণ হলো জিহাদ ও কিতাল। জিহাদ অর্থ শ্রম, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। কিতাল অর্থ যুদ্ধ। তবে ইসলামি পরিভাষায় সাধারণভাবে জিহাদ বলতে কিতাল বা যুদ্ধ বুঝানো হয়। এছাড়া দাওয়াতের কর্মকেও জিহাদ ও সর্বত্তোম জিহাদ বলা হয়েছে।

কোরআন হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিতাল বা যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় ফরজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যম ছিল দাওয়াত। জিহাদ-কিতাল রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার মাধ্যম।

নিজ আচরণের মাধ্যমে উত্তম আদর্শ স্থাপন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের অন্যতম উপকরণ ছিল নিজের জীবনে আদর্শের সর্বোত্তম বাস্তবায়নের মাধ্যমে উসওয়া হাসানাহ বা অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করা। ইবাদত, বন্দেগী, আল্লাহ-ভীতি, মানব কল্যাণ, সৃষ্টির সেবা, সততা, বিশ্বস্ততা, সাহসিকতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ। দাওয়াতের সফলতার এ হলো প্রধান উপায়।

উৎসাহ, পুরস্কার ও শাস্তি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের অন্যতম প্রধান দিক ছিল উৎসাহ, পুরস্কার ও শাস্তি। তিনি প্রশংসনীয় কর্মে লিপ্ত মানুষদেরকে সুন্দর উপাধি, প্রশংসা, সম্মান, পুরস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসাহিত করেছেন। অপরদিকে অন্যায়ে লিপ্ত মানুষদের শাস্তি প্রদান, কর্মের নিন্দা ইত্যাদির মাধ্যমে নিরুৎসাহিত করেছেন। সমাজে সৎ ও কল্যাণমুখি মানুষেরা যদি তাদের মূল্যায়ন না পান বা সততার কারণে তাঁরা যদি বঞ্চিত ও অবহেলিত হন এবং অসৎ মানুষেরা গলাবাজি বা অসততার মাধ্যমে পুরস্কৃত হন তাহলে আমাদের মুখের কথা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। মুখের আদেশ নিষেধ ও দাওয়াতের ন্যায় এ ধরনের প্রশংসা, সম্মান বা উৎসাহও দাওয়াতের অন্যতম মাসনূন পদ্ধতি।[R16]

১৬।দাওয়াতের আধুনিক পদ্ধতি

শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, বর্তমান যুগে আমাদের দাওয়াতী কাজকে আল্লাহ অনেক সহজ করে দিয়েছেন। এমন কিছু কৌশল আমরা অর্জন করেছি, যা পূর্বের যুগের দাঈগণ অর্জন করেননি। সাথে সাথে বিভিন্ন তথ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে খুব সহজেই উপস্থাপন করতে পারি অথচ পূর্বের আলেমগণ এত সহজে তথ্য উপস্থাপন করেননি। ইবনু বায, মাজমূঊ ফাতাওয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১ নিম্নে আমরা আধুনিক দাওয়াতের কিছু পদ্ধতি উপস্থাপন করব, যার মাধ্যমেও দাওয়াতী কাজ সহজভাবে করতে পারি

ইন্টারনেট

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيْلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا

‘এ যমীনের উপরে এমন কোন মাটির অথবা পশমের ঘর বাকী থাকবে না, যেখানে ইসলামের বাণী আল্লাহ প্রবেশ করাবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে আর লাঞ্ছিতের ঘরে লাঞ্ছনার সাথে তা পৌঁছাবেন। আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুলের উপযুক্ত করে মর্যাদাবান ও গৌরবময় করে দিবেন। পরে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, আল্লাহ তাদের অপমানিত করবেন এবং তারা এ কালিমার প্রতি অনুগত হবার জন্য বাধ্য হবে’।[২] একটি সময় আসবে যখন পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে ইসলাম প্রবেশ করবে। প্রশ্ন হল- কিভাবে? ২০ বছর আগেও হয়তো আমরা এ প্রশ্নের উত্তর মিলাতে পারিনি। কিন্তু আজ তার ভাব দৃশ্যমান।

কম্পিউটার :

অমুসলিমরা যেখানে মুসলিম নিধনে বিভিন্ন পদ্ধতি কাজে লাগাচ্ছে সেখানে আমরা অন্তত আমাদের জন্য হলেও আধুনিক পদ্ধতি থেকে বিরত থাকব কেন? পৃথিবী সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত পূর্ব যুগ ও বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হল কম্পিউটার। অথচ আমরা সেই কম্পিউটার থেকেই অনেক দূরে আছি। তাতে বিভিন্ন এ্যাপস ব্যবহার করে দাওয়াতী কাজ আমরা আরো আধুনিক করতে পারি, যুগের চাহিদানুসারে মানুষের চাহিদা মেটাতে পারি। বিখ্যাত আরবী সাহিত্যক বদীউযযামান আল-হামাদানী তিনি তার কবিতায় বলেছিলেন, در بالليالي كما تدور ‘তুমি যুগের তালে তাল মিলিয়ে চল’। বর্তমানে ‘আল-মাকতাবাতুশ শামেলা’ নামে আরবী বইয়ের বিশাল সম্ভার একটি সফটওয়ার আছে, যা ব্যবহার করেও দাঈরা উপকৃত হতে পারেন।

অনলাইন টিভি :

বর্তমানে দাওয়াতী কাজের জন্য আরো একটি অন্যতম পদ্ধতি হল অনলাইন টিভি। টেলিভিশন এর পূর্ণাঙ্গ চ্যানেলের অনুমোদন পাওয়ার বিষয়টি জটিল। কিন্তু অনলাইনভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করা যেতে পারে। বিভিন্ন দেশের দাঈরা এ পদ্ধতিতে দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। সরকারীভাবে পূর্ণাঙ্গ টিভি চ্যানেলের অনুমতি নিয়ে দাওয়াতী কাজ করা গেলে দাওয়াতী কাজ আরো সমৃদ্ধ হবে। তাই দেশ-বিদেশের আনাচে-কানাচে দাঈ স্বশরীরে সেখানে না গিয়েও তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে পারেন।

ওয়েবসাইট :

আধুনিক পদ্ধতিতে দাওয়াত প্রচারের প্রথমে বলেছি ইন্টারনেটে দ্বীন প্রচার। ইন্টারনেটেরই একটি অধ্যায় ওয়েবসাইট। সেখানে দাঈদের বিভিন্ন কৌশল উপস্থাপন করা যায় এবং বিভিন্ন ভাষায়। সেখান থেকে উপকৃত হবে বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন ভাষার মানুষ। যেমন সেখানে হরেকরকমের বই, পত্র-পত্রিকা, লিখনি, ব্লগ, অডিও-ভিডিও বিভিন্ন বক্তব্য, প্রশ্নোত্তর বিভাগ, পরামর্শ বিভাগ ইত্যাদি অপশন ওপেন করে রেখে মাদ'ঊদের চাহিদা মিটিয়ে দাওয়াতী কাজ করা যায়।

এফএম রেডিও :

যুগের চাহিদা অনুযায়ী কোন কিছু উপস্থাপন করায় শারঈ কোন বাধা নেই; বরং উৎসাহিত করে। বর্তমানে বেদ্বীনরা তাদের কার্যকলাপ প্রচার করছে এফএম রেডিওর মাধ্যমে। আর মুসলিমরাও তা লুফে নিচ্ছে অনায়াসে। মানুষ সর্বদা তাদের বিনোদনের জন্যই শুনে তা নয়; বরং কেউ কেউ তাদের টাইম পাস করার জন্যও এফএম রেডিও শোনে থাকে। এরই মাঝে রেডিও পয়েন্ট ওপেন করে যদি বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা, কুরআন শিক্ষার আসর, হাদীছের গল্প, সালাফদের জীবনী, ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা, ছওম, হজ্জ, সাময়িক প্রসঙ্গ, কিডস্ আইটেম বা শিশুদের প্রয়োজনীয় বিষয় উপস্থাপন করা যেতে পারে এফএম রেডিওর মাধ্যমে। সঊদী আরবে কয়েকটি এফএম রেডিও আছে। যেখানে 'ইযা'আতুল কুরআনিল কারীম' নামে একটি পয়েন্টে ২৪ ঘণ্টায় কুরআন কেন্দ্রিক যা আছে তা চলে- তেলাওয়াত, কুরআন শিক্ষা, কুরআনী প্রশ্নোত্তর, প্রতিযোগিতা, কুরআনের মহিমা, বিভিন্ন ফযীলত ইত্যাদি চালু আছে। যার যখন সময় অনুকূল হয় সে তখন শুনতে পারে।

ফেসবুক :

বিশ্ব সামাজিক আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থার একটি অন্যতম ওয়েবসাইট। যেখানে ১৪০টি ভাষায় লেখা যায়, বক্তৃতা আপলোড করা যায় এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা যায় আবার আপলোডও করা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষির প্রায় ২০০ কোটি মানুষ ফেসবুকের সদস্য এবং বর্তমানে ব্যবহারকারীর সংখ্যাও ৩০ কোটির উপর। দাওয়াত

প্রচারের মানসিকতা আছে অথচ কোন মাধ্যম পাচ্ছেন না, যদি এমন হয় তাহলে একসাথে এত মানুষের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর অন্যতম মাধ্যম ফেসবুক। 'সময় নষ্টের মেশিন হিসাবে পরিচিত' চায়না, সিরিয়া, ইরানে ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ থাকলেও যারা কিছু করতে চায় তাদের নিরাপদ এবং স্বাধীন ক্ষেত্র হল ফেসবুক। অন্যরা যেখানে নষ্টামীতে ব্যস্ত সেখানে একজন দাঈ এরই মাঝে যদি কোন মাসআলা, প্রবন্ধ, একটি শিক্ষণীয় হাদীছ, সময়পযোগী কোন ক্লিপ ইত্যাদি শেয়ার করে আপনিও হতে পারেন একজন গুণী দাঈ। বর্তমানে লাইভে এসেও সাম্প্রতিক কোন বিষয় উপস্থাপন করা যায়। সচেতনমূলক কোন স্পট, সতর্কবার্তা, ইসলামবিদ্বেষী কার্যকলাপ, অনুভূতিতে নাড়া দেয় এমন চলমান কোন ঘটনাও লাইভে শেয়ার করা যেতে পারে, যা দাওয়াতী কাজেরই অংশ।

সংবাদপত্র :

পূর্বে একটি বিষয় আলোচনা করেছি লিখনি। যদিও সংবাদপত্রেরই একটি উপাদান হল লিখনি। তবুও সংবাদপত্রের ভূমিকাই ভিন্ন। দাওয়াতী কাজের স্বার্থে যদি কোন সংবাদপত্র নিজেদের আয়ত্বে রেখে প্রকাশ করা যায়, তাহলে খুবই কল্যাণকর হবে। আজকে মুসলিমদের যে অবস্থা তার অনেকটাই মিডিয়ার সৃষ্টি, যা হলুদ সাংবাদিকতার অংশ। তার বিপরীতে সরাসরি কুরআন-হাদীছ প্রচার না করলেও দেশ-বিদেশ, মাটি ও মানুষের কথাগুলোই যদি সত্য ও ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে প্রকাশ করা যায়, সেটাই হবে অন্যতম দাওয়াতী কাজ। তাই যার যেমন সামর্থ্য আছে সে তার মত চেষ্টা করে। যদি সংবাপত্রের ব্যবস্থা করতে পারে, তাহলে জাতি এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকবে।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা :

ইসলাম প্রচারের আর একটি মাধ্যম হল বিতর্ক। মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পসন্দযুক্ত পন্থায় (সূরা আন-নাহল : ১২৫)। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া, সানাউল্লাহ অমৃতসরী ড় সহ বিশ্বের বড় ওলামা-মাশায়েখ খোলা মঞ্চে ইসলামের সঠিকতা অথবা বিদ'আতীদের কোন বিদ'আতকে ব্যর্থ করার জন্য বিভিন্ন সময় তারা বিতর্কে হাযির হয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম দাঈ ডা. জাকির নায়েক প্রথম দাওয়াতী কাজ শুরু করেন বিতর্কের মত বিভিন্ন ইভেন্ট দিয়ে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিধর্মীদের কেউ কেউ যখন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, তখন ডা. জাকির নায়েক তা গ্রহণ করেন এবং যৌক্তিক বিতর্কের মাধ্যমে বিশ^মঞ্চে ইসলামের সঠিকতা তুলে ধরতে স্বচেষ্ট হন। এমনভাবে আহমাদ দিদাত, মুহাম্মাদ হিজাব, ড. বিলাল ফিলিপস সহ আরো অনেকে যৌক্তিক তর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। আমরাও এমন বিতর্কের আয়োজন করে দাওয়াতী কাজ করতে পারি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন আয়োজনে বিষয়ভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা করে ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিলে দাওয়াতী কাজ আরো প্রসারিত হবে ইনশাআল্লাহ।

মোবাইল ফোন :

মোবাইল শুধু কথা বলার জন্য আবিষ্কার হলেও বর্তমানে এমন কোন কাজ নেই, যা মোবাইলের মাধ্যমে হচ্ছে না। পুরো বিশ্বটা যেন মানুষ মোবাইলের মাধ্যমে আপন হাতের মুঠোই নিয়ে নিয়েছে। তাই দাঈ হিসাবে আমিও পিছিয়ে থাকব কেন? তাই মোবাইলের যে ভাল দিকগুলো আছে তা দাওয়াতী কাজে ব্যয় করুন নিজে ফায়দা নিন অপরের নিকটও তা বিতরণ করুন।

বসবাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলা :

পরিবেশ এমন একটি অধ্যায়, যা আপনাকে তৈরি করে নিতে হয়- যা রেডি পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও তা তার মত, আপনার মত না। আমার ওস্তাদ শায়খ মুহাম্মাদ বিন হাদী বিন আলী আল-মাদখালী নাসাঈ পড়ানোর সময় আফ্রিকার এক ছাত্র প্রশ্ন করে জানতে চায়- শায়খ! আমরা যেখানে বসবাস করি সেখানে অনেক ছূফী ও কঠোর বিদ'আতীদের বসবাস। তাদের সাথে আমরা কেমন আচরণ দেখাতে পারি? উস্তাদ উত্তরে বললেন, খেয়াল কর, আমাদের আদর্শ বিশ্বনবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাদের সাথে বসবাস করতেন। তিনি বসবাস করতেন ইয়াহুদী, নাছারা অমুসলিমদের সাথে। আর তোমরা বসবাস করছ মুসলিমদের সাথে। সুতরাং তুমি যাদের সাথে বসবাস করছ তারা তাদের আমলগুলো একদিন সংশোধন করতে পারে, হয়তো করবেও। তাই তাদের সাথে সর্বদায় ভাল আচরণ কর। [R17]

১৭।দ্বায়ী হবেন নাকি মাদ্বউঃ

সাত সাগর তের নদী উপার থেকে এসে ইমান কিনছেন যারাঃ[খ্রিস্টাণ মিশনারীদের অপততপরতা]:

[মিশনারী সংগঠন GWP Bangladesh এর এক টি ডকুমেন্টারি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লিখা]

শনিবারের রৌদ্রজ্জ্বল দিন,ঢাকা থেকে ১০/১২ ঘন্টার লম্বা জার্নি শেষে পটুয়াখালী জেলায় পৌঁছেছে মিশনারীর কিছু তরুন তরুনী,তাদের মিশন ৯০%মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যে এলাকার মানুষজন কখনো ্যিশু খ্রিস্টের নাম শুনে নি তাদের গসপেল এর শিক্ষা দেয়া,খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা,সে জন্যে যে কষ্ট ও বিপদাপদ আসুক না কেন তারা তা মানতে রাজি ।এক মাস আগে God will provide mission থেকে গ্র্যাজুয়েট করা এসব তরুন তরুনীরা ঢাকায় এসে পৌঁছেছিল যাদের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের গরীব,অশিক্ষিত,ধর্মীয় জ্ঞাণহীন মানুষদের ধর্মান্তরিত করা।ঢাকায় একটি মুসলিম বাচ্চাদের স্কুলে খাবার এবং খ্রিস্টবাদ শিক্ষা দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু।

এবার মিশন আরো দূরে

পটুয়াখালী শহর থেকে ২ ঘন্টা নৌকা ও ২০মিনিট হেঁটে তারা পৌঁছে এমন এক শান্ত সবুজ গ্রামে যেখানের মানুষের অধিকাংশ অশিক্ষিত,দরিদ্রতায় জর্জরিত ,ইসলামি জ্ঞানের অভাব এমন প্রত্যন্ত এক গ্রাম।মিশনারীরা কিন্তু খালী হাতে আসে নি তারা জানে এই এলাকার মানুষের ধর্মীয় কথার চেয়ে চাল,ডাল বেশী দরকারী তাই চাল ডাল ও বাচ্চাদের জন্যে চকলেট আর এর বিনিময়ে তাদের ঈমান বিক্রীর সওদা চলে।দাড়ি টুপিওয়ালা বৃদ্ধ,বাচ্চাকচ্চা, মহিলা সবাইকে তারা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়.।১.৫ বিলিয়ন মানুষের বসবাস এই এলাকায় আর মিশনারিদের লক্ষ প্রতি মাসে ১০ হাজার মানুষকে খ্রিস্টবাদের দিকে দাওয়াত দেয়া ।পটোয়াখালীর অদুরেই জমি কিনে ৩ তালা orphanage তৈরির কাজ হাতে নেয় যা তাদের মিশন কে আরো সহজ করবে।

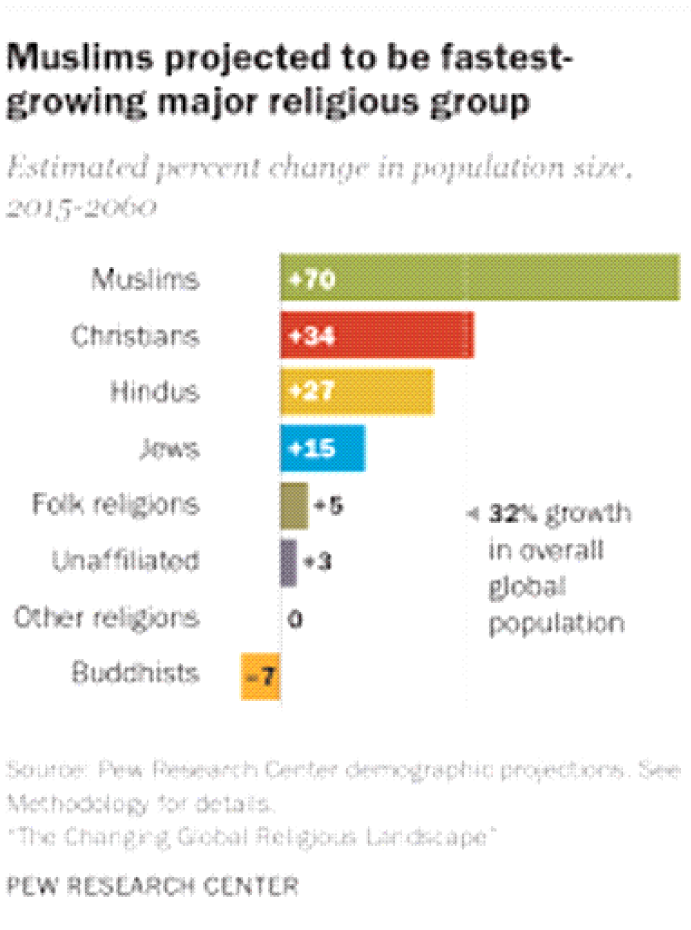
এই যে সাত সাগর তের নদী উপার থেকে এসে তারা কিছু চাল ডালের বিনিময়ে আমাদের ভাইবোনদের ইমান কিনে নিয়ে যাচ্ছে এর দায়ভার কি আমাদের উপর বর্তাবে না?মুসলিম উম্মাহ দাওয়াত না দেওয়ায় তারা মাদ্বউ হয়ে গিয়েছে আজ অন্যরা আমার মুসলিম ভাইবোন্ দের দাওয়াত দিচ্ছে।[R18]

১৮।ইসলামের দাওয়ার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতঃ

Pew Research Center এর এক জরিপের তথ্যমতে,ইসলাম বর্ত্মানে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মই নয় বরং ২০৭৫ সালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষের ধর্ম হবে ইসলাম।

Pew Research এর মতে ২০৫০ সালে প্রথমবারের মতন মুসলিম ও খ্রিস্টাণ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা সমান হয়ে যাবে।

২০১৭ সালের অন্য একটা স্টাডি মতে ,মুসলিমরা দ্বিগুনের চেয়েও বেশি দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বিশ্বের গড় জনসংখ্যা চেয়ে ২০১৫-২০৬০ সালের মধ্যে।



চিত্র PEW RESEARCH CENTER থেকে প্রাপ্ত তথ্য

হাদিসে এসেছে;

‘এ যমীনের উপরে এমন কোন মাটির অথবা পশমের ঘর বাকী থাকবে না, যেখানে ইসলামের বাণী আল্লাহ প্রবেশ করাবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে আর লাঞ্ছিতের ঘরে লাঞ্ছনার সাথে তা পৌঁছাবেন। আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুলের উপযুক্ত করে মর্যাদাবান ও গৌরবময় করে দিবেন। পরে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, আল্লাহ তাদের অপমানিত করবেন এবং তারা এ কালিমার প্রতি অনুগত হবার জন্য বাধ্য হবে’ মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৮১৪; মিশকাত, হা/৪২, সনদ ছহীহ।]

মুসলিমদের জন্যে পুরো বিশ্ব যেন দাওয়াতী মাঠ

ইসলাম পৌছে যাচ্ছে প্রতি ঘরে ঘরে ।যদিও কুফফারদের ষড়যন্ত্র কমতি নেই কিন্তু ইসলাম তার আপন মহিমায় উদ্বাসিত হবেই ইন শা আল্লাহ। যে নারী অধিকার নিয়ে ইসলাম কে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করে পশ্চিমারা সেই

পশ্চিমে নারীরাই সবচেয়ে বেশি ইসলাম কে আপন করে নিচ্ছে। ইসলাম বিরোধী রাজনীতিবিদ,মাঠকাঁপানো খেলয়ার,সিনেমার জগতের নায়ক নায়িকা ,শেতাংগ ইউরোপিয়ান থেকে আফ্রিকার প্রত্যন্ত গ্রামে ইসলাম কে সাদরে গ্রহন করে নিচ্ছে মানুষ, আমাদের কাজ উত্তম ভাবে দাওয়াত পৌঁছে দেয়া [R19]

১৯।কেন বাংলাদেশে দাওয়াত ইলাল্লাহ প্রয়োজন;দাওয়াত কাদের মাঝে দিবঃ

বিবিএসের প্রতিবেদনের থেকে জানা যায় বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলমান ৯১.০৪ শতাংশ।বর্তমান শুমারিতে হিন্দু জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার ৭.৯৫ শতাংশ,

খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার ০.৩০ শতাংশ; ২০১১ সালে যা ছিল ০.৩১ শতাংশ।বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার ০.৬১ শতাংশ,['জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২']

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ; সমগ্র জনগোষ্ঠির প্রায় এক শতাংশের মতো (১.১১%) । বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহ , সিলেট ও রাজশাহী অঞ্চলে বসবাস করে ।

- এই বিশাল সংখ্যক অমুসলিম ভাই বোনদের কাছে ইমানের দাওয়াত আমরা না দিলে কে দিবে? আল্লাহ তালা যে তাদের ও রব,কুরআন যে সমস্ত মানবজাতীর হেদায়েত গ্রন্থ আর মুহাম্মদ [সা] যে সারা বিশ্বের জন্যে প্রেরিত ,তাদের ও নবী ,তা অমুসলিমদের জানাতে হবে।হিকমাহের সহিত দাওয়াহ দিতে হবে যতক্ষন পর্যন্ত হুজ্জাত কায়েম না হবে অর্থ্যাত ইসলাম যে সঠিক তা অন্তরে গেঁথে যাওয়া পর্যন্ত দাওয়াত দিতে হবে,ইসলামের সঠিকতা জানার পর মানা না মানা ব্যক্তির ব্যাপার,কারন আমাদের দায়িত্ব শুধু পৌঁছানো ।

- তাছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি খ্রিস্টাণ মীশনারিরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরীব অমুসলিম,বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের এবং এমনকী মুসলিমদের ও ধর্মান্তরীত করছে,আমরা যদি আল্লাহর বান্দাদের আল্লহর দিকে না ডাকি তবে বাতিলদের আহবানে তারা সাড়া দিবে,এই দায় কি আমাদের উপর বর্তাবে না?

- উত্তরাঞ্চল ও পাহাড়ী এলাকার মানুষের দ্বীনি হালত খুবই খারাপ ,মিশনারী ,কাদিয়ানী ও ভন্ড পীরদের স্বর্গরাজ্যে পরিনত হচ্ছে

বাংলাদেশে..

- আমাদের অমুসলিম ভাইবোনদের হিকমার সাথে দাওয়াত দিব।
- যাদের আর্থিক সমস্যা আছে তাদের আর্থিক, মানষিক সাহায্য করব
- উপজাতি দের ভাষা শিখে তাদের মাঝে দাওয়াত দিলে আরো ফলপ্রসু হবে,তাদের ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করার উদ্যোগ নেয়া যায়
- উত্তরাঞ্চলসহ প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা
- তুলনামুলক ধর্মতত্ব নিয়ে পড়াশোনা করা এবং শিক্ষিতদের যুক্তি দিয়ে /বই/ ইসলামিক লেকচার দিয়ে দাওয়াত দেয়া যায়

২০।আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহের দিকে ডাকছেন যেসব পূণ্যাত্নারা;কয়েকজন বিখ্যাত দ্বায়ী ঈলাল্লাহর পরিচিতিঃ

• শায়খ আব্দুর রহমান বিন হামূদ আস সুমাইত:

একজন কুয়েতী আলেম ও দাওয়াত-কর্মী। কুয়েতে তাঁর জন্ম, ইরাক, ইংল্যান্ড, ক্যানাডায় শিক্ষা লাভ করেন। আর জীবন অতিবাহিত করেন একজন মানবদরদী হিসেবে। তিনি আফ্রিকার মুসলিমদের সাহায্যে নিবেদিত কুয়েত ভিত্তিক সংগঠন আল আওনুল মুবাশির সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। এ সংস্থাটি আফ্রিকার ছয় মিলিয়ন মানুষের মাঝে ইসলাম প্রচার করেছে। আফ্রিকায় তাঁর সংস্থাটি (আল আওনুল মুবাশির) ২২ বছর কাজ করছে।

শাসকদের বিরাগভাজন হয়ে জেল খেটেছেন; নিজের মেডিক্যাল ফিল্ডে মূল্যবান গবেষণা করেছেন; দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন অনেক; আফ্রিকান সমাজে দা'ওয়াতের কাজ করার জন্য সেখানকার গোত্রগুলোর জীবন-প্রণালী নিয়ে বই লিখেছেন; ১২৪টা হাসপাতাল, ৮৬০টা স্কুল, ২০৪টা ইসলামিক সেন্টার, ২১৪টা নারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৫৭০০ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সর্বোপরি আফ্রিকার ২৯টা দেশে ১১ মিলিয়ন [১ কোটি ১০ লাখ] মানুষ তাঁর অনুপ্রেরণায় ইসলাম গ্রহণ করেছে।

তিনি আফ্রিকায় ২৯ বছর ধরে ইসলামের প্রচার করেন। আফ্রিকার গরিব দুঃখীদের কষ্ট লাঘবের জন্য তাঁর অকাতর চেষ্টা কেমন ছিল?

আফ্রিকার ২৯টা দেশে ১১ মিলিয়ন [১ কোটি ১০ লাখ] মানুষ তাঁর হাতে [অনুপ্রেরণায়] ইসলাম গ্রহণ করেছে।

তিনি ২৯ বছর আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার প্রসারের কাজ করেন।

আফ্রিকার মুসলিমদের জন্য Direct Aid নামে একটি ইসলামি ত্রাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫০০০ অধিক অনাথ ইয়াতিমের ভরন পোষণ দেন বা লালন পালন করেন।

৫৭০০ এর অধিক মসজিদ নির্মান করেন।

১২৪ টি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।

৯৫০০ বিশুদ্ধ পানির কূপ বা কুয়া নির্মাণ করেন।

৮৬০ স্কুল নির্মাণ করেন।

৪ টি ইউনিভার্সিটি নির্মাণ করেন।

৯৫০০০ মুসলিম ছাত্রের পড়াশুনার খরচ বহন করেন।

২১৪ টা নারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

২০৪ টি ইসলামিক দাওয়া সেন্টার নির্মাণ করেন।

৮৪০ টি কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

৬ মিলিয়ন কুরআন মাজীদ নতুন মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেন।

৪০ টি দেশে গরিবদের জন্য ইফতারীর ব্যবস্থা করতেন।

- জাকির নায়েক

তিনি হলেন একজন ভারতীয় ইসলামী চিন্তাবিদ, ধর্মপ্রচারক, বক্তা ও লেখক যিনি ইসলাম ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে কাজ করেন।

তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' নামক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, যেটি পিস টিভি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে থাকে, যার মাধ্যমে তার বক্তৃতা প্রায় দশ কোটি দর্শকের নিকট পৌঁছে যায়। তানি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন বিশেষজ্ঞ ও সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি।

তাকে টেলিভিশনভিত্তিক-ধর্মপ্রচারণার এবং আধুনিক ইসলামের একজন ও পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ধর্মপ্রচারক বলা হয়ে থাকে।

তিনি মুম্বাইয়ের ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলএবং ইউনাইটেড ইসলামিক এইডের প্রতিষ্ঠাতা, যা দরিদ্র ও অসহায় মুসলিম তরুণ-তরুণীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে।

ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে তাকে "পিস টিভি নেটওয়ার্কের পৃষ্ঠপোষক ও আদর্শিক চালিকাশক্তি" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যে চ্যানেলটি "সমগ্র মানবতার জন্য সত্য, ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, সৌহার্দ্য ও জ্ঞানের" প্রচারের লক্ষ্যে কাজ করে বলে এর ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছে।

- ## আহমেদ হুসেইন দিদাত

আহমেদ দিদাত নামে পরিচিত (১১ জুলাই, ১৯১৮ - ৮ আগস্ট, ২০০৫) ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার একজন মুসলিম চিন্তাবিদ এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন বক্তা। খ্রিষ্টান সুসমাচার প্রচারণাকারীদের সাথে অসংখ্য বিতর্ক এবং ইসলাম, খ্রিষ্টান ধর্ম এবং বাইবেল এর উপর তার ভিডিওর জন্য তিনি বেশি পরিচিত।

আন্তর্জাতিক ইসলাম ধর্মপ্রচারকারী প্রতিষ্ঠান, আইপিসিআই প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মের উপর কিছু বহুল বিক্রিত পুস্তিকা লিখেন। ১৯৮৬ সালে, তিনি ৫০ বছর ধরে ধর্ম প্রচার করার জন্য কিং ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন।

- ## মাওলানা কলিম সিদ্দিকিঃ

মাওলানা কালিম সিদ্দিকী ভারতের বিখ্যাত আলেম মুসলিম ধর্মপ্রচারক। দেশটির হাজার হাজার অমুসলিম বিভিন্ন সময়ে তার আলোচনা ও প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কাজে জড়িতসহ বিভিন্নভাবে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনকারী বহু অমুসলিমও তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি জামিয়া ইমাম ওয়ালি উল্লাহ এবং গ্লোবাল পিচ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। দাতব্য ও দাওয়াতের জন্য তিনি জামিয়া ইমাম ওয়ালি উল্লাহ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বেশ কয়েকটি স্কুল ও মাদ্রাসার পরিচালনা করেনএই সংস্থার যথাযথ কার্যকারিতা দেখার জন্য বেশ কয়েকটি রাজ্যে কেন্দ্র রয়েছে। তিনি উর্দুতে মাসিক আরমুগান, হিন্দিতে সর্বশান্তি এবং আরবিতে আল-খায়ের প্রকাশ করেন।পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তিনি প্রায় ৫ লক্ষ মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করিয়েছেন

- ## কিছু ইন্টারন্যাশনাল দাওয়াহ চ্যানেলঃ

One path nation,One true messege foundation,Hamzas Den,Islam the ultimate peace,Ali Dawah,One Nation ইত্যাদি

এছাড়া আরও শত শত পুন্যাত্মারা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে নিরবে নিভৃতে এই মহান নববী কাজের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন

তথ্যসুত্রঃ

[1]. মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৫/১৫৭।

[2]. আদ-দাওয়াত ইলাল ইছলাহ, পৃঃ ১৭

[3] সহীহ বুখারী ও মুসলিম, ফতহুল বারী।

[4] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[5] সহীহ বুখারী।

[6] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[7] সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য।

[8] তিরমিযী, হাদীসটি হাসান।

[9] আবু দাউদ, হাসান, সহীহুল জামে।

[10] তাবরানি, হাসান।

[11] তিরমিযী, আহমদ, আবু দাউদ, হাদীসের সূত্র সহীহ, সহীহুল জামে।

[11] তিরমিযী, ইবন মাজাহ, আবু ইয়া‘লা, তাবরানী। সহীহ, মাজমাউল ফাওয়াইদ ৭/২৭২-২৭৫

R6:বইঃমুফতী যুবায়ের হাফি

R9:
06062078062060690600606507066062%06079060643https://islamhouse.com/read/bn/%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E2%80%8C%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A4-316921#t3

R10: https://quraneralo.net/dawah-by-muslim-women-part-1/

R12+13:আল্লাহর পথে দাওয়াত ঃখোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাংগীর [রহি]

R15: https://www.deshrupantor.com/islam/2020/12/21/265718

R16: ; https://www.daily-bangladesh.com/religion/339257

R12:///"https://www.deshrupantor.com/islam/2020/12/21/265718"265718

https://www.daily-bangladesh.com/religion/HYPERLINK "https://www.daily-bangladesh.com/religion/339257"339257

R18: https://www.youtube.com/watch?v=GrN3RWZEmG0

R19: https://www.trtworld.com/magazine/which-religion-will-be-the-largest-by-the-end-of-the-century-52637

R17: https://ikhlasbd.com/article_details/HYPERLINK "https://ikhlasbd.com/article_details/8578"8578

**www.wikipidia.com

**www.google.com

Prepared By:

Ayesha siddika

Batch:201

Roll:20102062

Islamic Online Madrasa

Phone:01783506464

Address:Village:Batamatha ,Upzilla:Akhaura,Zilla:Brahmanbaria